NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

খানাকুলে আক্রান্ত তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ৫

কলকাতা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ৭ ফাল্গুন ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২৪৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 20.2.2024, Vol.17, Issue No. 249, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

আজ চোপড়া যাচ্ছেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোপড়ায় চার শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ক্রমশ চড়ছে উত্তেজনার পারদ। সন্দেশখালি নিয়ে হইচই করলেও কেন চোপড়ার দিকে নজর নেই কেন্দ্রের, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে শাসক শিবির। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের দ্বারস্থও হয়েছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। তারই মাঝে আজ চোপড়া যাচ্ছেন রাজ্যপাল। রাজ্যের শাসকদলের তরফে জানানো হয়েছিল, চোপড়ায় যাওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস। তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের পাঁচ দিন পর, আজ চোপড়ায় যাচ্ছেন রাজ্যপাল। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার চেতনাগছ গ্রামে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ছোট নিকাশি নালা ছিল। তা সম্প্রসারণের জন্য জেসিবি দিয়ে মাটি তোলা হচ্ছিল। বিএসএফের অধীনে 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' কেন্দ্রের সিপিডব্লিউডি রাস্তার পাশে মাটি তুলছিল। নতুন করে নালা তৈরির কাজ চলছিল। এলাকার সেই কাজ দেখতে গিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই সময় ৬ থেকে ১৪ বছরের বাচ্চারা খেলছিল সেখানে। খেলতে খেলতেই নালায় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় ৪ জনের। এর পরই এই মৃত্যুর জন্য বিএসএফের অসাবধানতাকে দায়ী করে তোপ দাগতে শুরু করে তৃণমূল। যদিও সূত্রের খবর, বিএসএফ দাবি করেছে যে নালা সম্প্রসারণের কাজের দায় তাদের নয়।

সংসদীয় কমিটির তলবে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি: বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উপর হামলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিক-সহ পাঁচ প্রশাসনিক কর্তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল লোকসভার স্বাধিকার কমিটি বা প্রিভিলেজ কমিটি। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মুখ্যসচিব। সোমবার বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। মুখ্যসচিব ছাড়াও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী, বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার হোসেন মেহেদি রহমান এবং বসিরহাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষকে তলব করা হয়েছিল। এরপরই সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় স্বস্তি রাজ্যের। লোকসভার সচিবালয়ের ওই নোটিসে আপাতত স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৪ সপ্তাহ পর মামলার পরবর্তী শুনানি। উল্লেখ্য, গত বুধবার সরস্বতী পুজোর দিন টাকিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেদিন ধস্তাধস্তির মাঝে অসুস্থ হয়ে যান তিনি। সুকান্ত মজুমদার বালুরঘাটের সাংসদ। সেদিনের ঘটনার বিবরণী জানিয়ে লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটিকে চিঠি দেন তিনি। সুকান্তর অভিযোগ ছিল, তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পুলিশের আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকেও টাকির ঘটনা নিয়ে বিস্তারিতভাবে চিঠি দেন। অভিযোগ, সন্দেশখালি ইস্যুতে সাংসদকে অন্যায়ভাবে হেনস্থা করেছে পুলিশ। সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন লোকসভার অধ্যক্ষ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং বাকিদের তলবের সিদ্ধান্ত নেয় স্বাধিকার রক্ষা কমিটি।

আধার কার্ড ইস্যুতে মোদিকে চিঠি, সুরাহা চাইলেন মমতা

বিজেপিকে সরাসরি আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আচমকা আধার কার্ড বাতিল হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দাদের। বেশিরভাগই সংখ্যালঘু, মতুয়া, তপসিলি জাতি-উপজাতির নাগরিকরা বেশি। গত দুদিন ধরে এনিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। আধার বাতিল নিয়ে একদিকে শাসকদল তৃণমূল বিজেপির উপর খড়গহস্ত। অন্যদিকে, বিজেপি নেতাদের দাবি, আধার বাতিলের সমস্যা সমাধান করে দেওয়া হবে দ্রুতই। এনিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর বৃদ্ধির মাঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি পাঠালেন। তাতে আবেদন, এই সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ করুন। নইলে সাধারণ মানুষ বড়সড় বিড়ম্বনায় পড়ছেন। এদিকে, এদিন মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা জেলা শাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করে নির্দেশ দিয়েছেন কোন জেলায় কতজনে আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

সোমবার আধার কার্ডের এই সমস্যা নিয়ে মোদিকে লেখা চিঠিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছেন আধার কার্ড বাতিলের কোপ সবচেয়ে বেশি পড়েছে তপসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের উপর। তপসিলি ফেডারেশনও এ বিষয়ে তাঁকে জানিয়েছে। তাতে তিনি চূড়ান্ত বিস্মিত। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, লোকসভা ভোটের আগে এই মানুষজন চরম উদ্বেগের মুখে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় তটস্থ তাঁরা। প্রধানমন্ত্রী মোদি যেন বিষয়টি একটু সহমর্মিতার সঙ্গে দেখে সমাধানে হস্তক্ষেপ করেন, এই আবেদনে তাঁকে চিঠি লিখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, আধার কার্ড ইস্যুতে বিজেপির চক্রান্ত ফাঁস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মতুয়ারা এই ইস্যুতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ বলেই দাবি করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, নির্বাচনের আগে বেছে বেছে কেন্দ্র এমন পদক্ষেপ করছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলায় এমন ঘটনা ঘটছে। মতুয়া ও তপসিলিরা যাতে লোকসভা ভোটে অংশগ্রহণ করতে না পারেন সে কারণে এই ফ্যাসিবাদী চক্রান্ত বলে তার দাবি। এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমের মতো ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির ভাবনা নিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু তিনি বাংলায় এনআরসি করতে দেবেন না। তাঁর কথায়, 'এখানে ডিটেইনশন ক্যাম্প হবে না। এটা অসম নয়, এটা উত্তরপ্রদেশ নয়, এটা বিহার নয়। এটা বাংলা।'

নবান্ন থেকে সোমবার কেন্দ্রের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'লুটেরা সরকার, জমিদারদের মতো আচরণ করছে। অনেক সময়ে তাঁদেরও ছাপিয়ে যাচ্ছে। সব তথ্য নিয়ে আধার কার্ড করা হয়েছিল। পরে তার সঙ্গে ব্যাংকের লিঙ্কও করা হয়। এমনকী কার্ড করতে গেলে ১০০০ টাকা করে নেওয়াও হয়েছে। এখন আচমকা কার্ড পরপর বাতিল করা হচ্ছে।'

মতুয়া থেকে শুরু করে অনেকক্ষেত্রে রাজ্যকে না জানিয়ে ডিএম-কে না জানিয়ে আধার কার্ড বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার গুন্ডামি করে, এনআরসি করার পরিকল্পনা করেই আধার কার্ড বাতিল করছে বলে আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আধার নিয়ে কেন্দ্রের আশ্বাস

নয়াদিল্লি: আধার নিয়ে চরম বিভ্রান্তি শুরু হয়েছে। ভয়ও পাচ্ছেন প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দারা। রবিবারই বীরভূম থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া বার্তা দেন। আর মমতা সরব হতেই কেন্দ্রের আশ্বাস ভয় নেই। শান্তনু ঠাকুর, সুকান্ত মজুমদাররা বসেন বৈঠকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করেছেন শান্তনু ঠাকুর এবং সুকান্ত মজুমদার। এরপরই তাঁরা জানান, পুরোটাই প্রযুক্তিগত ত্রুটি। খুব তাড়াতাড়ি এর সমাধান হয়ে যাবে।

বিকল্প কার্ড দেবে রাজ্য, আজই চালু করা হবে নতুন পোর্টাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আধার সমস্যা সমাধানে বড়সড় উদ্যোগ রাজ্যের। আজ থেকে রাজ্যের নতুন পোর্টাল চালু হবে বলে নবান্ন থেকে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, বাতিল হওয়া আধারের পরিবর্তে বিকল্প কার্ড দেবে রাজ্য। যার মাধ্যমে সরকারি যাবতীয় প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, কারও আধার কার্ড বাতিল হলে এবং আধার কার্ড নিয়ে কোনও সমস্যা হলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর জন্য একটি আধার গ্রিভান্স পোর্টালও আগামিকাল থেকে চালু করবে রাজ্য সরকার। আধার কার্ড বাতিল হলে সেই সংক্রান্ত অভিযোগ ওই পোর্টালে জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। একের পর এক রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দাদের আধার কার্ড বাতিল করছে কেন্দ্র। যা নিয়ে তুমুল শোরগোল রাজ্যজুড়ে। দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়িয়েছে বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে আধারের বিকল্প কার্ডের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই কেন্দ্রকে একহাত নেন তিনি। দাবি করেন, পরিকল্পনামাফিক বাংলার মানুষকে বিপদে ফেলতে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। মূলত মতুয়া সম্প্রদায়ের আধার কার্ড বাতিল করা হচ্ছে বলে দাবিও করেন তিনি। এর পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে রাজ্যের তরফে বিকল্প কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান মমতা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যের তরফে একটি পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। আজ থেকে ওই পোর্টালটি খুলে দেওয়া হবে আমজনতার জন্য। যাঁদের আধার কার্ড বাতিল হয়েছে, তাঁরা সেখানে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন বলে খবর। নির্দিষ্ট সময়ে বিকল্প কার্ড পৌঁছে যাবে আবেদনকারীর ঠিকানায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই বিকল্প কার্ড আধারের মতোই কাজ করবে। অর্থাৎ যে যে ক্ষেত্রে আধার ব্যবহার করা হত, সেই সমস্ত জায়গায়ই এই বিকল্প কার্ড ব্যবহার করা যাবে। এই কার্ড ব্যবহারে মিলবে সরকারি সমস্ত প্রকল্পের সুবিধাও।

'মণিপুরের সঙ্গে তুলনা হয় না সন্দেশখালির'

সিবিআই তদন্তের আর্জি হাইকোর্টে আবেদনের নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি: সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সিবিআই তদন্তের আর্জি শুনল না সুপ্রিম কোর্ট। মামলাকারীকে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। আবেদনকারীর আর্জি ছিল, গত বছর মণিপুরে হিংসার ঘটনায় যে ভাবে তদন্ত হয়েছিল, সন্দেশখালিতেও সেই ভাবেই তদন্ত হোক। সেই আর্জিতে সায় দিল না শীর্ষ আদালত। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, মণিপুরের সঙ্গে সন্দেশখালির তুলনা হয় না।

সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাগত জানিয়েছে। নবান্নের তরফে বলা হয়েছে, দেশের শীর্ষ আদালত যথাযথ ভাবেই বলেছে, মণিপুরের সঙ্গে কোনও ভাবেই বাংলার তুলনা হয় না। মামলাকারীর তরফে আবেদন করা হয়েছিল, সন্দেশখালির ঘটনার তদন্তভার সিবিআই অথবা বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-কে দেওয়া হোক। পাশাপাশি, গোটা তদন্তপ্রক্রিয়া বাংলার বাইরে পাঠানো হোক। সুপ্রিম কোর্ট সেটাও খারিজ করে দিয়ে মামলা কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট আদালত প্রশাসনের ভূমিকা পর্যালোচনা করে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

আলাখ অলোক শ্রীবাস্তব নামে এক আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সন্দেশখালি থেকে যে সব 'ভয়াবহ' তথ্য উঠে এসেছে, তাতে বাংলায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া সম্ভব নয়। ন্যায়বিচারের স্বার্থে মামলা রাজ্যের বাইরে সরিয়ে আনা উচিত। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে সিট বা সিবিআই দিয়ে তদন্ত হওয়া জরুরি বলেও দাবি করেছিলেন মামলাকারী। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি বিভি নাগারত্ন এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ-এর ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে বিষয়টি দেখছে। কী প্রক্রিয়ায় তদন্ত হবে, তারা সেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা তো হাইকোর্টের রয়েছে। তাই মামলাকারী সেখানেই মামলা করতে পারতেন। পরে বিচারপতিদের নির্দেশ মেনে মামলাটি প্রত্যাহারও করে দেন মামলাকারী।

রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে সোমবার সকালে হাজির হয় জাতীয় মহিলা কমিশন। গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। মহিলাদের উপর কী ধরনের অত্যাচার চলছে সে ব্যাপারে সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল পৌঁছয় সন্দেশখালি। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে সরাসরি দোষারোপ করেন তিনি। একইসঙ্গে এও জানান, অভিযোগ শোনার পর তিনি রিপোর্ট জমা দেবেন রাষ্ট্রপতিকে। শুধু তা নয়, সন্দেশখালি ইস্যুতে এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদস্যরাও রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি জানান। সন্দেশখালি পরিদর্শনের পর এদিন রেখা শর্মা বলেন, 'দিনের পর দিন এখানে মহিলাদের নির্যাতন করা হয়েছে। আমি নিজে ১৮টি অভিযোগ পেয়েছি। দুইজনের কাছ থেকে ধর্ষণের অভিযোগ পেয়েছি। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ছাড়া উপায় নেই।' এদিকে পালটা, চোপড়ার ঘটনা নিয়ে কেন জাতীয় মহিলা কমিশন সরব নয়, সে নিয়ে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, এর আগে কলকাতায় নেমেই রেখা শর্মা জানিয়েছিলেন, সন্দেশখালির ঘটনায় পুলিশের উপর ভরসা করা যায় না। পুলিশ মহিলাদের অভিযোগ গ্রহণ করছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন সহায়তা করেনি বলেও এরকম নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করেন রেখা দেবী।

সোমবার চড়িয়াল সেতুর দ্বিতীয় লেন উদ্বোধন করেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, বজবজ পুরসভার পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত -সহ অন্যান্যরা।

কল্কি ধামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে বিশেষ বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি: সোমবার উত্তরপ্রদেশের সম্ভাল জেলায় কল্কি ধাম হিন্দু মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং শ্রী কল্কিধাম নির্মাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম। যে আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণমকে কদিন আগে দলবিরোধী মন্তব্যের জেরে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার করেছিল কংগ্রেস। কার্যত কল্কি ধামের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা ও আধ্যাত্মিক গুরু। অন্যদিকে সম্ভাল থেকে মোদির বার্তা, 'শুধু মন্দির নয়, হাসপাতালও বানাচ্ছি আমরা।'

উল্লেখ্য, গেরুয়া শিবিরের ভঙ্গিতেই 'রামরাজ্যে'র দাবি করেছিলেন আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম। রামমন্দির নিয়ে প্রকাশ্যে বিজেপিকে সমর্থনও করেছিলেন তিনি। সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে মোদির সঙ্গে দেখাও করেন। এর পরেই তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। যার পর প্রমোদ কৃষ্ণমের মন্তব্য ছিল, 'রাম এবং রাষ্ট্র। কোনও আপস করব না।' এছাড়াও মোদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন আধ্যাত্মিক গুরু। বলেন, 'আমি নরেন্দ্র মোদিজির সঙ্গে এবং মোদিজি দেশের সঙ্গে আছেন।'

মনে করা হচ্ছে, প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার আমন্ত্রণেই সম্ভাল জেলার কল্কি ধাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন মোদি। আচার শেষে সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আচার্য ও সাধুদের উপস্থিতিতে বিশাল কল্কি ধাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আমি নিশ্চিত যে কল্কি ধাম ভারতীয়দের বিশ্বাসের আরেকটি মহান কেন্দ্র হয়ে উঠবে।' পাশাপাশি মোদি বলেন, 'শুধু মন্দির নয়, হাসপাতালও বানাচ্ছি আমরা।' রামমন্দির উদ্বোধনের পরেও একই ধরনের বার্তা দিয়েছিলেন। জনতা জনার্দনকে শুনিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনতার কথা। অযোধ্যার পাশাপাশি ইসরোর সাফল্যের কথা বলেছিলেন। ফের মোদির মুখে ধর্মের পাশাপাশি কর্মের কথা শোনা গেল। অনুষ্ঠান শেষে আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণমের মন্তব্য, 'আমাদের জন্য এটা গর্বের যে কল্কি ধাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।' বহিষ্কৃত কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, মোদির উপরে 'ঐশ্বরিক শক্তির আশীর্বাদ' রয়েছে।

ভোটের আগে চলতি মাসের শেষেই জঙ্গলমহল সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে জঙ্গলমহল সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি মাসের শেষেই জঙ্গলমহলের ছের জেলায় সফর করবেন তিনি। এমনটাই খবর নবান্ন সূত্রের। এই সফর থেকেই ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ কেন্দ্র সরকারের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কাজ করেও তাঁদের প্রাপ্য মজুরি পাননি। কেন্দ্র সরকার গত ২ বছর ধরে তাঁদের সেই মজুরি আটকে রেখেছে। বকেয়া মজুরির পরিমাণ ৩৭৩২ কোটি টাকা। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করার পরে এবার রাজ্য সরকারই সেই টাকা দিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। তার জন্য রাজ্য বাজেটে ৩৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। সেই টাকা প্রদানের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল ১ মার্চ থেকে। কিন্তু রবিবার বীরভূম জেলার সিউড়িতে মুখ্যমন্ত্রী যে সভা করেন সেখান থেকেই তিনি জানিয়ে দেন আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকেই টাকা পাঠানোর কাজ শুরু হবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে মুখ্যমন্ত্রীর জঙ্গলমহল সফর শুরু হচ্ছে। তিনি সেইদিন অথবা তার আগের দিন কলকাতা থেকে সরাসরি ঝাড়গ্রামে আসবেন।

২৬ তারিখ ঝাড়গ্রামে সভা করার পাশাপাশি সেদিনই অথবা তার পরের দিন তিনি সভা করবেন মেদিনীপুরে। তারপর যাবেন বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায়। অর্থাৎ জঙ্গলমহলের ৪ জেলাতেই এবার মুখ্যমন্ত্রী পা পড়তে চলেছে। ভুললে চলবে না, জঙ্গলমহলের ৫টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে উনিশের লোকসভা ভোটে বিজেপি ৫টি আসনেই জয়ী হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে লোকসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে। যদিও তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর জঙ্গলমহল সফরে মেদিনীপুর নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া সফর শেষ করে কলকাতায় ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরে তিনি দুই মেদিনীপুর জেলা সফরে যাবেন।

উনিশের ভোটে তৃণমূল জঙ্গলমহলের সমর্থন হারিয়ে ফেললেও একুশের ভোটে সেই সমর্থন কিছুটা হলেও ফিরে পায়। ঝাড়গ্রাম জেলার ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৪টিতেই জয়ী হয় তৃণমূল। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল এলাকাতেও তৃণমূল বেশির ভাগ আসনেই জয়ী হয়েছে। এবার পালা লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হাত থেকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর আসন ছিনিয়ে নেওয়ার। সেই জয়ের বিষয়ে জোড়াফুল শিবির রীতিমত আত্মবিশ্বাসী। কেননা গত বছর হয়ে যাওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনে জঙ্গলমহলের বুকে কোনও ছাপই ফেলতে পারেনি বিজেপি। একই সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে কুড়মিদের পৃথক ভাবে ভোটে লড়াই করার ফলও। এই দুই ঘটনাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে তৃণমূল। তারওপর এবার সেখানে সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। যার অর্থ জঙ্গলমহলের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। জঙ্গলমহলের জনতার হাতেও তুলে দেবেন সরকারি পরিষেবা। পাশাপাশি সূচনা করবেন ১০০ দিনের কাজের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sumana Mukhopadhyay Kundu W/o. Sudipta Kundu D/o. Dharani Prosad Mukherjee R/o. Napitpara Lane, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে আমার পিতা Dharani Prasad Mukherjee, Dharani Prosad Mukherjee & Dharani Prosad Mukhopadhyay সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৪/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৮৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Rani Khusbu Singh W/o. Vinod Singh D/o. Jang Bahadur Singh R/o. N/U-6, Dunlop Estate, Khamarpara, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে আমি Rani Khusbu & Rani Khusbu Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমি বর্তমানে সর্বত্র Rani Khusbu Singh নামে পরিচিত ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২০ শে ফেব্রুয়ারী। ৭ ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার। একাদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি অষ্টোত্তরি চন্দ্র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী রাহুর মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুষ্পদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মে রত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের দ্বারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পূজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(আজ ভীম একাদশী)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Manotosh Nag S/o. Makhanlal Nag ও Monotosh Nag S/o. Makhan Lal Nag, Late Makhan Lal Nag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২০০০ নং এফিডেভিট বলে Samiran Kumar Bhowmik S/o. Late A. Bhowmik ও Samiran Bhowmick S/o. Late Arunoday Bhowmick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০৩/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Imdadul Haque ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdus Salam ও A. Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২০০১ নং এফিডেভিট বলে Prabhas Bhandari S/o. Ranajit Bhandari ও Provas Bhandary S/o. R. Bhandary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২১১৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Jitesh Swamy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা G. Krishna Swamy ও K. Swamy, Krishna Swamy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Prashanta Mondal পিতা- Phani Bhushan Mondal, R/o. Alampur, P.O.- Sabdarnagar, P.S.- Nowda, Dist- MSD. ভুলবশতঃ LICI পলিসি নং 424246385-এতে আমার নাম Prosenjit Mandal এবং আধার কার্ডে (964416317211) আমার নাম Proshanto Mandal আছে। গত ২১/১২/২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Prashanta Mondal, Prosenjit Mandal এবং Proshanto Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. District Delegate of Murshidabad
মোঃ নং ১৫/২০২২ মিস সাকসেশন

দরখাস্তকারী-

১। মোঃ মাসুদ হোসেন, ২। মোঃ সাবির হোসেন, ৩। মোঃ শরিফ হোসেন, সকলের পিতা- মৃত মোঃ ইয়াসিন সেখ, সাং ও পোঃ- ভাবতা, ৪। আলিয়া বিবি, স্বামী- আসরাফুল হক, সাং- হরেকনগর (ব্রাক্ষ্মণপাড়া) পোঃ- হরেকনগর, ৫। সেখ ফতেমা বিবি, স্বামী- আতাউর রহমান, সাং- কাজিসাহা, পোঃ- কাজিসাহা, ৬। নাজমা বিবি, স্বামী- আব্দুস সালাম সেখ, সাং- কাশিপুর, পোঃ বেলডাঙ্গা, ৭। সেলিনা বিবি, স্বামী- আজিজুল সেখ, সাং- বারুই উত্তরপাড়া, পোঃ- বারুই, সকলের থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে মোঃ ইয়াসিন সেখ, পিতা- মৃত বাইতুল্লা সেখ, সাং ও পোঃ- ভাবতা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ নিবাসী গত ইং ২৮/৪/২০১৭ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত মোঃ ইয়াসিন সেখের প্রভিডেন্ট ফান্ডে ৭,২০,৭৮৭/- (সাত লক্ষ কুড়ি হাজার সাত শত সাতাশি) টাকা, ডি.এল.আই, মানি ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা এবং গ্রুপ ইন্সুরেন্স মানি ৬১,৬৫৩/- (একষট্টি হাজার ছয় শত তিপান্ন) টাকা একুনে ৮,৪২,৪৪০/- (আট লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চার শত চল্লিশ) গচ্ছিত আছে। উক্ত টাকার Succession Certificate পাইবার জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। তৎ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে আপনি নিজে স্বয়ং বা আইনজীবি মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা এক তরফা শুনানি হইবে।

আনুমত্যানুসারে
Subrata Das
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন
আদালত, ১৩/৩/২৩

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld 2nd Civil Judge (Jr. Div)
Paschim Medinipur
Ref: Other Suit No 09/2023

Tapati Mukherjee & Others .....**Plaintiffs**
VS
Inhabitants of Habibpur .....**Defendnats**

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, ১ নং বাদিনীর স্বামী ও ২ নং বাদীর পিতা- সুজিত মুখার্জ্জী একজন রাজ্য সরকারী কর্মচারী (DIB Assistant Ministrial staff) ছিলেন তিনি গত ইংরাজী ০৮/০৮/২০১০ তারিখ হইতে নিখোঁজ হইয়া যায়। পরবর্তীকালে ২ নং বাদী সুমন মুখার্জ্জী গত ইংরাজী ১৯/০৮/২০১০ তারিখ Kotwali (Midnapore Sadar) থানায় তাহার পিতা সুজিত মুখার্জ্জীর নিখোঁজ হওয়ায় বিষয়টি লিখিত ভাবে জানাইলে কোতয়ালী থানা ইহা একটি G.D আকারে লিপিবদ্ধ করেন যাহার নং G.D No 1069 dated 19.08.2010 কিন্তু ০৮/০৮/২০১০ তারিখের পর হইতে অদ্যাবধি সুজিত মুখার্জ্জীর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই । সেকারনে বাদীগন "Sujit Mukherjee এর Civil Death declaration এর প্রার্থনায় অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। অত্র মোকর্দ্দমা সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অনুমত্যানুসারে
Supriya Patra
সেরেস্তাদার
Ld 2nd Civil Judge (Jr. Div)
Paschim Medinipur, 11.01.2024

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জন সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল আব্দুল্লাহি বাকি খান, পিতা- মহঃ বিল্লাল হোসেন খান, সাং - বাজিতপুর, থানা- ধনিয়াখালী, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪০৫, জনৈক সেখ বদরোদ্দোজা ওরফে মহঃ বদরুদ্দোজা, পিতা- মরহুম এমরান আলী, সাং- কলাছড়া, থানা- হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪০৫, এর ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত বাজিতপুর মৌজার অন্তর্ভুক্ত জে. এল নং ২১২, হাল খতিয়ান ৮৯ ভুক্ত সাবেক দাগ ৭৩৩, হাল দাগ ১৮৩, শ্রেনী - শালি, পরিমান ৩৪ শতকের মধ্যে ০.২৪৯১ অংশে কমবেশী ০৮.৫০ শতক ফাঁকা গৃহহীন শালি সম্পত্তি খরিদ করিবার নিমিত্তে তাহার সহিত বায়নানামা চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারো কোনরূপ দাবী দাওয়া থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে আমার সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যোগাযোগ করুন। নচেৎ আমার মক্কেল কাহারো কোনরূপ দাবীদাওয়া নাই এইরূপ উপলব্ধি করিয়া উক্ত সম্পত্তি রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল মারফৎ খরিদ করিতে পারিবেন। পরবর্তীকালে কোনরূপ ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

বিনীত-
মহঃ রাজীব
এ্যাডভোকেট,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী,
মোঃ- ৯৮৩১৬০৭৫১১
১৯/২/২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

মমতার উন্নয়ন দেখে দিল্লির নেতারা রাজ্যে ভিক্ষা চাইতে আসবেন: অভিষেক

বিপ্লব দাশ ● বজবজ

'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের এত উন্নয়ন করবেন, যাতে একদিন দিল্লির নেতারা ঘটি-বাটি হাতে এ রাজ্যের কাছে ভিক্ষা চাইতে আসবেন।' সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজে চড়িয়াল সেতুর দ্বিতীয় লেন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে এসে এভাবেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে হুঁশিয়ারি দিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তাঁর বক্তব্যে উঠে এল ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, 'রোজ ১০টা করে ইডি রেইড করুক অসুবিধা নেই। কিন্তু মানুষের টাকা আটকে রাখলে মানুষ সেই ভাষাতেই জবাব দেবে।'

গত ২০২৩ সালের ১০ মার্চ এই সেতুর প্রথম লেন উদ্বোধন করেছিলেন তিনি। সেই সময় এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় লেনের কাজ সমাপ্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি মতো এক বছর শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় লেনের উদ্বোধন হল। এই সেতু সমাপ্ত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী তিনটি পুরসভার মানুষ একযোগে উপকৃত হবে বলে জানান তিনি। উদ্বোধনী মঞ্চে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা তুলে ধরে অভিষেক বলেন, 'কথায় কথায় একটা করে সেন্ট্রাল এজেন্সি পাঠাচ্ছেন, কথায় কথায় রেইড করছেন, রেইড করো, আমাদের কিছু যায় আসে না। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, কর্মীদের উপর আপনাদের রাগ থাকতেই পারে, কোনও অসুবিধা নেই। এখানে রোজ ১০টা করে ইডি রেইড করুন অসুবিধা নেই। কিন্তু মানুষের টাকা আটকে রাখলে চলবে না। মানুষের টাকা যদি আটকে রাখেন, আপনারা যে ভাষাতে বোঝেন, মানুষ আপনাদের সেই ভাষাতেই জবাব দেবে।'

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার দাবি তুলে কলকাতায় টানা ধর্না আন্দোলন চালিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই মঞ্চ থেকেই ১০০ দিনের টাকা রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সিদ্ধান্তকে এদিন 'যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত' বলে ব্যাখ্যা করেন অভিষেক। তাঁর কথায়, এই রাজ্যে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল হেরে গিয়েছে বলে এরকম বৈমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। এরপরেই অভিষেক বলেন, 'আপনারা রাজ্যকে আর্থিক সাহায্য করবেন না বলে ঠিক করেছেন, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁচকলা দেখিয়েছেন। আগামী দিনে তিনি এই রাজ্যের এত উন্নয়ন করবেন, যাতে একদিন দিল্লির নেতারা ঘটি-বাটি হাতে এ রাজ্যের কাছে ভিক্ষা চাইতে আসবেন।'

প্রসঙ্গত, চড়িয়াল খালের উপর বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের উপর এই সেতু ব্রিটিশ আমলে তৈরি হয়েছিল। শতবর্ষ প্রাচীন এই চড়িয়াল খালের অপর প্রান্তে তিন রাস্তার মুখ। একদিকে পূজালি অন্যদিকে বিষ্ণুপুর নোদাখালি ও ডায়মন্ডহারবার সংযোগকারী রাস্তা। তিনদিকে গাড়ি যাওয়া ও আসার সময় ব্যাপক যানজট হয়। শিল্পাঞ্চল বজবজের পূজালিতেই তৈরি হয়েছে সিইএসসি পাওয়ার প্ল্যান্ট। রয়েছে বেশ কয়েকটি বড় বড় কারখানা। ফলে প্রচুর ভারী যান চলাচল করে। রয়েছে একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। বামফ্রন্ট্রের আমল থেকে এই সেতুর সংস্কারের দাবি উঠে। এলাকার মানুষের দাবি মেনে ২০১৯ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারি এই সেতুর নতুনভাবে তৈরির জন্য শিলান্যাস করেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর এই সেতুর জন্য জমি অধিগ্রহণ, দোকান সরানো থেকে প্রয়োজনীয় কাজ শুরু হয়। মাঝে করোনার কারণে দু-বছর কাজ বন্ধ ছিল। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই ফের শুরু হয় কাজ। ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সেতু নির্মাণ হয়েছে। ২০২৩ সালে ১০ মার্চ সেতুর প্রথম লেন উদ্বোধন হয়েছিল। সাংসদের প্রতিশ্রুতি মতো এক বছরের মধ্যেই সমাপ্ত হল সেতুর দ্বিতীয় লেনের কাজ। সেই সঙ্গে পাশে মহেশতলা এলাকায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণ করা প্রায় সমাপ্ত। এই মাসের শেষে সেই রাস্তাও উদ্বোধন করা হবে বলেও এদিন জানান অভিষেক।

সন্দেশখালির সঙ্গে ইরাক-ইরানের তুলনা লকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালি ইস্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানাতে দেখা গেল বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর কথায়, ওই এলাকায় হিন্দু মহিলাদের বেছে বেছে তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে। তাঁরা সেই কারণে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে তাঁদের অত্যাচারের কথা জানাচ্ছেন। তাঁদের পরিচয় মানুষের সামনে আনতে পারছে না ভয়ের কারণে। এমনকি, পুলিশ ইচ্ছে করেই শেখ শাহজাহানকে খুঁজে বের করছে না বলেও সোমবার দাবি করেন লকেট। আর এরই রেশ ধরে সন্দেশখালির সঙ্গে ইরাক, ইরান, পাকিস্তানের তুলনা টানলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি বঙ্গের শাসকদলকে বিদ্ধ করে বলেন, 'আমরা আইএস দেখেছি।

ঝুঁকিপূর্ণ লেভেল ক্রসিং, সচেতনতার বার্তা রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব রেলের বিভিন্ন জায়গায় রেল লাইনের ধারে ঝুঁকিপূর্ণ অবৈধ লেভেল ক্রসিং গজিয়ে উঠছে। কলকাতায় ও শহরতলির কিছু কিছু জায়গায় রেল লাইনের পাশে তৈরি করা ফেন্সিং খুলে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী, বয়স্ক মানুষ, গাড়ি, স্কুটার, সাইকেল ইত্যাদি নিয়ে মানুষজন রেললাইন পারাপার করছেন যা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। মানুষজন খেয়ালও করছেন না কোন দিক দিয়ে কখন ট্রেন আসছে। যেহেতু কোন বৈধ লেভেল ক্রসিং নেই তাই ট্রেনের সিগন্যাল গ্রিন থাকে। ফলে দুর্ঘটনা যে কোন মুহূর্তে হতে পারে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'আমরা অনুরোধ করছি , আপনারা অবৈধভাবে নিজেদের ইচ্ছামত ও অবৈধ রেল লাইন সংলগ্ন ক্রসিং তৈরি করবেন না। এতে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং যারা পারাপার করছেন তাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।'

অনুব্রতর বোলপুরের অফিসে হানা ইডি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার বিকেলে হঠাৎ-ই বোলপুরের তৃণমূল কার্যালয়ে হানা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টেরেটের। বোলপুরের ওই কার্যালয়ে বসতেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, গোরু পাচার মামলার তদন্তের কারণেই এদিনের এই তল্লাসি অভিযান ইডি-র।

এদিকে সূত্রে খবর, ইডির তিন জন প্রতিনিধি সোমবার প্রথমে বোলপুর মহকুমা ভূমি সংস্কার দপ্তরে যান। সেখানে গিয়ে কথা বলেন বোলপুর বিএলআরও-র সঙ্গে। এরপরই তারা বোলপুরের নিচু পট্টি এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সমস্ত জমির কাগজপত্র খতিয়ে দেখার পরই সোজা পৌঁছে যান তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে।সেখানে তৃণমূলের কার্যালয়ের মাপজোক করার পাশাপাশি কার্যালয়ের আশেপাশের দোকানেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি-র আধিকারিকেরা। আশেপাশে দোকান কে ভাড়া দিয়েছে বা ভাড়া কাকে দিতে হয় এমন একাধিক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, এর আগে তৃণমূলের এই কার্যালয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিজেপি।

এদিকে রবিবার বীরভূম মেলায় সিউড়িতে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠান থেকেও যে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী তাতে স্পষ্ট যে তিনি অনুব্রত মণ্ডলেরই পাশে রয়েছেন। কারণ, এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি জানান, অনুব্রত মণ্ডলকে জেলে বন্দি করে রাখলেও তাঁকে মানুষ মনে রেখেছে। মমতাকে বলতে শোনা যায়, 'কেষ্টকে ওঁরা কতদিন জেলে ভরে রেখেছে। কিন্তু মানুষের মন থেকে ওঁকে দূরে করতে পারেনি। আমি আসার সময় দেখ ছিলাম তরুণ প্রজন্ম ওঁকে নিয়ে কথা বলছে।'

'বেকারদের সঠিক গাইডের মাধ্যমে বিকল্প আয়ের পথ দেখাচ্ছে শেয়ার বাজার'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে শেয়ার বাজার'কে বিকল্প এক আয়ের উৎস বলে এই মুহূর্তে মনে করেছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। এ নিয়ে কলকাতায় এক আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে সেকথা জানালেন সার্টিফায়েড রিসার্চ এনালিস্ট ও শেয়ার বাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'স্কুল অফ ডে টেডার্সের' মুখ্য গবেষক ভোলানাথ দাস। তিনি বলেন, 'লটারির বদলে শেয়ার কিনলে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি । তার জন্য দরকার একটু চর্চা।'

তিনি বলেন, বাঙালিদের মধ্যে এখনও শেয়ার বাজার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ভীতি রয়েছে। তাই অনেক বাঙালি লটারিতে বিনিয়োগ করেন অথচ শেয়ারে বিনিয়োগ করতে ভয় পান। কলেজ ছাত্রছাত্রীরাও মাত্র কয়েক ঘণ্টা প্রতিদিন কাজ করে বিকল্প আয় পেতে পারেন। সেইসঙ্গে সতর্ক করেন, শেয়ার বাজারে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল, না জেনে বা সঠিক পদ্ধতিতে শেয়ার বাজার সম্পর্কে না বুঝে বিনিয়োগ করা। এজন্য প্রয়োজনে স্কুল অফ ডে টেডার্সের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এই বিষয়ে কারও পরামর্শ নেওয়া অথবা বই কিনে পড়াশোনা করার পরামর্শ তিনি দিয়েছেন।

মধ্য কলকাতায় নতুন বাজার সত্যানন্দ সাধন আশ্রমে শতবর্ষব্যাপী পঁচাশিবৎসর উদযাপন

সত্যব্রত কবিরাজ

মধ্য কলকাতার নতুনবাজার অঞ্চলে কোম্পানি বাগানের দক্ষিণ এবং নতুন বাজারের পূর্ব দিকে যে পুণ্য ভূমিখণ্ডে জটিয়া মা প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, গোপালের শ্রীবিগ্রহ সকল বহুকাল অপূজিত অবস্থায় ছিল তার সংস্কার সাধন করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন (শ্রীমধুসূদন গিরি মহারাজ অধিকারে) সংশ্লিষ্ট মন্দির প্রাঙ্গন শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দতীর্থ মহারাজ এবং সেখানে শতবর্ষের নামসংকীর্তন সংকল্প করেন। মাঘীপূর্ণিমায় ১৩৪৪ সালে যে সময়ে ভবানীপুরের শাঁখারী পাড়ায় চাতুর্মাস্য হয় তার পূর্বে তীর্থমহারাজ তারকব্রহ্ম নামসংকীর্তন আরম্ভ করেন। আমরা নাম সংকীর্তন লইয়া সকলে কয়েকবার তথায় গিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দেব রচিত, কিঙ্কর শরণানন্দজি-সংকলিত-অমর স্মৃতি কথা- এর থেকে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি জানিয়েছেন বর্তমান সেবায়েত কমিটির সদস্য তপন গোস্বামী মহাশয়।

নতুন বাজারের পূর্বদিকের এই পুণ্যভূমিতে বর্তমানে শ্রীশ্রীসত্যানন্দ সাধন আশ্রম নামে পরিচিত স্থানে শতবর্ষব্যাপী অখণ্ড তারকব্রহ্ম নামসংকীর্তন চলছে। বর্তমানে ৮৫ বৎসরে পড়েছে নামসংকীর্তন। আগামী শনিবার ২৪ ফেব্রুয়ারি মাঘীপূর্ণিমায় মহাসমারোহে পঁচাশি বৎসর পূর্তি উৎসব পালিত হবে। ইতিমধ্যেই সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃতি সংঘের পক্ষে ওঙ্কারনাথদেব রচিত নদিয়া নাগর নাটক পরিবেশিত হয়েছে নাটমন্দির প্রাঙ্গণে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন ওঙ্কারনাথদেবের ভক্তবৃন্দ।

ওঙ্কারনাথদেব তাঁর রচিত অমর স্মৃতি কথায় শতবর্ষব্যাপী অখণ্ড তারকব্রহ্ম নামসংকীর্তন শুরু করার বিষয়ে শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দতীর্থ মহারাজ প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। এপ্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, 'সত্যানন্দতীর্থ মহারাজ ওঙ্কারনাথদেবকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সংকীর্তনসহ আসার পর জানাইয়াছিলেন, আমি শ্রীহরিনাম প্রচার সমিতি স্থাপন করিয়াছি, আসর সাজাইয়া বসিয়া আছি, কিন্তু হরিনাম করিবার কোনও চালক নাই। শ্রীভগবান আপনাকে আনাইয়াছেন, শ্রীহীরালাল গোয়েঙ্কাও আসিয়া পরপারে শ্রীহরিনাম সংঘ স্থাপন করিয়াছেন। উল্লেখ্য, হীরলাল গোয়েঙ্কা ১৩৪৩ সালে দোল পূর্ণিমার দিন কালীঘাটে ট্রাম ডিপোর নিকট বর্ষব্যাপী অখণ্ড হরিসংকীর্তন আরম্ভ করেন। ওঙ্কারনাথদেব তাঁর স্মৃতি কথায় জানিয়েছেন, পরদিন আমাদের নামসংকীর্তন শুনিয়া বলিলেন, অনেকদিন নাম শুনি নাই। প্রাণ ভরিয়া যাইল। আমরা প্রায় নিত্যই ভোগান্তে নাম, নগরকীর্তন ও বৈকালে নাম করিতাম। একমাসকাল তাঁর সান্নিধ্যে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সেই শান্ত স্বভাব সৌম্যমূর্তি তীর্থ মহারাজের আদর যত্নের কথা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। '

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ৭ ফাল্গুন ১৪৩০ মঙ্গলবার

শর্ত সাপেক্ষে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি শুভেন্দুকে

- সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ
- কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য নয়
- শুভেন্দুর সফরসূচি রাজ্য পুলিশকে জানাতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদন কলকাতা: সন্দেশখালির যে সমস্ত জায়গায় ১৪৪ ধারা নেই সেখানে যেতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার একটি মামলার প্রেক্ষিতে জানিয়ে দিল হাইকোর্ট। শর্ত সাপেক্ষে শুভেন্দু অধিকারীকে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি দিলেন বিচারপতি। আদালতের নির্দেশ সন্দেশখালিতে কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য দিতে পারবেন না শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে, সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। আগামী সাত দিনের জন্য স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে, সোমবার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সন্দেশখালি গ্রাম পঞ্চায়েতে গেলে তাঁর নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য পুলিশকে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত বাহিনী ব্যবহার করা যেতে পারে বলেও পরামর্শ বিচারপতির। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আপাতত ওই এলাকায় মোতায়েন করার নির্দেশ দিচ্ছি না। কিন্তু নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে ফল ভুগতে হবে রাজ্যকে।'

পাশাপাশি হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে তাঁর সফরসূচি রাজ্য পুলিশকে জানাতে হবে। অন্য দিকে, সন্দেশখালির ঘটনায় বসিরহাটের পুলিশ সুপারের রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি। সাত দিন পর মামলার ফের শুনানি।

ভুয়ো প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে আর্থিক প্রতারণা! তদন্তে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার ছিল উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষা। অঙ্ক পরীক্ষা আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি। ইংরেজি পরীক্ষার আগেই মালদায় চাউর হয়ে যায়, প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছে। জেলাস্তরে তদন্তে নামে সংসদ। তারপরেই সামনে আসে ভুয়ো প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে আর্থিক প্রতারণার চেষ্টা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ইংরেজি ও অঙ্ক পরীক্ষার ভুয়ো প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে জালিয়াতির কারবার চালানো হয়েছে। এটি শুধু অভিযোগের আকারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এই ইস্যুতে বিধাননগর কমিশনারেটের দ্বারস্থ হয় সংসদ। রবিবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে বিধাননগর কমিশনারেটে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সংসদের অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে একদল প্রতারক ইংরেজি ও অঙ্কের আসল প্রশ্নপত্র বলে দাবি করে

উচ্চ মাধ্যমিক

ভুয়ো প্রশ্নপত্রকে। শুধু তাই নয়, এই প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে হাজার হাজার টাকাও তুলছে এই প্রতারকেরা। এরপরই এই প্রতারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে সংসদ। সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, মূলত মালদা ও উত্তর দিনাজপুর থেকেই অভিযোগগুলি সামনে এসেছে। এর পিছনে কোনও একটি চক্র কাজ করছে বলে প্রাথমিক অনুমানও করছেন তিনি।

এদিকে উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রামঅ্যাপে বেশ কয়েকটি গ্রুপ বানানো হয়েছে। সেখানে উচ্চ মাধ্যমিকের সিল জাল করে কিছু প্রশ্নের স্যাম্পল ছাড়া হয়েছে। সঙ্গে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছে অনলাইন পেমেন্টের কিউআর কোড। সেখানে প্রতারকদের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, আবেদনকারীরা চাইলে বাকি প্রশ্নও মোটা টাকার বিনিময়ে তাদের শেয়ার করা হবে। যেমন অঙ্কের প্রতি প্রশ্ন পিছু ৯০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত তোলা হয়েছে বলে পর্ষদের নজরে এসেছে। অর্থাৎ অঙ্কের একটি প্রশ্নপত্রে যদি সব মিলিয়ে ২০টি প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রতারকরা গোটা পেপারটির দাম ধার্য করেছে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা। ইংরেজির প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রে এই দর উঠেছে প্রায় ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা। সংসদের আশঙ্কা, দু'টি জেলা মিলিয়ে পড়ুয়াদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই তোলা হয়ে থাকতে পারে। যে কিউআর কোডের মাধ্যমে টাকা তোলা হচ্ছে, তার স্ক্রিনশটও সংসদের হাতে পৌঁছেছে বলেও খবর। এই স্ক্রিনশটগুলিও পুলিশের কাছে জমা করা হয়েছে। যাতে কে টাকা রিসিভ করেছে তা সহজেই জানা যায়। কোন কোন পড়ুয়া বা তাদের আত্মীয়রা এই প্রতারকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল তাও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে পর্ষদ সভাপতি জানান, 'আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের যাবতীয় ডিটেল রয়েছে। স্ক্রিনশট রয়েছে। কারা টাকা তুলেছে, কত টাকা তোলা হয়েছে সে সব তথ্যই আমরা পুলিশের কাছে দিয়েছি।' চিরঞ্জীবের সংযোজন, 'যে সব প্রশ্নের স্যাম্পল হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রাম গ্রুপে দেওয়া হচ্ছে, সেটা মোটেই উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্ন নয়। কোনও প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। যারা টাকা দিয়েছে, তারা ঠকেছে।' প্রসঙ্গত, দিন কয়েক এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করে দু'টি অ্যাডভাইজারি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় বোর্ড সিবিএসই। দেশ জুড়ে ওই বোর্ডেরও দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষা চলছে। তার আগে একদল প্রতারক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ফেক প্রশ্নকে বোর্ডের প্রশ্ন বলে চালিয়ে টাকা তুলছে বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করে সিবিএসই।

মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট জানার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে কাউন্সিলরের গল্পে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট' পড়া থাকলে কার্যক্ষেত্রে কতটা সুবিধা হতে পারে কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশনে বিতর্কে চমকপ্রদভাবে তা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এক কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবিধার কথা বলতে গিয়ে এক পোপ ও নানের সম্পর্কে 'ইঙ্গিত' তুলে ধরতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। তাঁর উদাহরণ আপত্তিজনক বলে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশনে বিতর্কের আলোচনায়। বাজেট নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণ করতে গিয়ে খ্রিস্ট ধর্মের ফাদার ও নানের যৌন সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করে বসলেন তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে হইচই পড়ে যায় পুরসভায়। ক্ষুব্ধ হন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী কাউন্সিলররা। যদিও পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়ের বক্তব্য, 'অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় আপত্তিজনক কিছু থাকলে তা বাদ দেওয়া হবে।'

কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'বিদেশে ওপেন সেক্স প্রচলিত।' এর পরই গল্প বলতে শুরু করেন অনন্যা। বলেন, 'একদিন এক ফাদার গাড়ি করে চার্চে যাচ্ছিলেন। এক সুন্দরী নান তাঁর কাছে লিফট চান। তা নিয়ে যৌনগন্ধী একটি গল্পও বলেন তিনি। সেই গল্পে নান, পোপকে বলেছিলেন বাইবেলের আর্টিকল ১১২ -এর কথা। যা পড়ে পোপ জানতে পারেন, সেখানে কোনও বিষয়ের গভীরে যেতে বলা হয়েছে।

গল্প উপস্থাপন করে কাউন্সিলর বলতে চেয়েছিলেন, বাইবেল হোক বা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, যে কোনও কিছু ঠিকমতো পড়া না থাকলে অসুবিধা। তবে এই নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক শুরু হয়ে যায়।

বিরোধী বিজেপির কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, 'সংখ্যালঘুদের অসম্মান করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর।' শুধু বিরোধীরা নয়, অনন্যার মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন দলীয় কাউন্সিলররাও। তৃণমূলের খ্রিস্টান কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্য বক্তব্য, 'ফাদার-নানের সম্পর্কে সেক্স কথাটি উচ্চারণ করে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ করেছেন অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়।' দিও বিতর্কে জড়ানো তৃণমূল কাউন্সিলরের বক্তব্য, 'অযথা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে।'

গণ উপনয়ন শ্যামনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লক্ষ্মী পুজো হোক কিংবা সরস্বতী পুজো। পুরোহিতদের খুঁজে পেতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় বাড়ির পুজো হোক বা বারোয়ারি পুজোয়। পুরোহিতদের সংখ্যা বাড়াতে এবার উদ্যোগী হল 'কৃষ্টি সমন্বয়' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দুঃস্থ ব্রাহ্মণ পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সোমবার অভিনব উদ্যোগ নিল সংস্থাটি। এদিন শ্যামনগর রাহুতা বিআরএস কলোনির লোকনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে তারা গণ উপনয়নের ব্যবস্থা করে। শ্যামনগর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের পুত্র সন্তানদেরও সেখানে উপনয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে এসেছেলিনে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (শাস্ত্রী) বলেন, 'উপনয়নে খরচ প্রচুর। আর্থিক সমস্যার কারণে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানরা উপনয়ন থেকে বঞ্চিত থাকেন। তাদের কথা মাথায় রেখেই কৃষ্টি সমন্বয় নামে একটি সংস্থা দু'বছর ধরে গণ উপনয়নের আয়োজন করছেন। এটা খুব ভালো উদ্যোগ। এদিন ১২ জন ব্রাহ্মন সন্তানকে উপনয়ন দেওয়া হল।' সোমনাথ বাবুর কথায়, রাহুতা পোড়াকালীতলায় তাঁর নিজস্ব টোলে সঠিক মন্ত্রোচ্চারণের জন্য প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়ে থাকে।

লালবাজারে তলব, হাইকোর্টের দ্বারস্থ শুভেন্দুর আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লালবাজারের তলব পেয়েই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শুভন্দে অধিকারীর আইনজীবী। কলকাতা পুলিশের তরফে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁকে হাজির হতে বলা হয়েছে। তাঁকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী সূর্যনীল দাস জানান, তলব করা হয়েছে। কিন্তু কী কারণ ডাকা হচ্ছে, তার কোনও কারণ পুলিশের তরফে জানানো হয়নি।

জানা গিয়েছে, সূর্যনীল দাসকে নোটিস পাঠান হয়েছে লালবাজারের রেইড সেকশনের তরফ থেকে। সন্দেশখালি যাওয়ার পথে বিরোধী দলনেতাকে সায়েন্স সিটির সামনে আটকানো হয়েছিল। আইনজীবী সূর্যনীল দাস এই প্রেক্ষিতেই প্রশ্ন তোলেন যে, আইনের কী প্রভিশন আছে ওঁকে আটকানোর। এরপরই আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি আইনজীবী সূর্যনীল দাসকে ডেকে পাঠান হয়েছে লালবাজারে। পুলিশের তলব পাওয়ার পরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সূর্যনীল দাস।

এদিকে, সন্দেশখালি ঢুকতে বাধা পাওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন খোদ শুভেন্দু অধিকারী। আদালত ১৪৪ ধারা বাতিল করার পরেও ফের পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে তাঁর পথ আটকেছে বলে শুভেন্দুর অভিযোগ। পুলিশের বাধা টপকে এগোতে না পেরে বিধায়কদের নিয়ে রামপুরে রাস্তার উপরেই বসে পড়েন শুভেন্দু অধিকারী। রাস্তায় বসেই পুলিশকে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। পরবর্তী ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত না থাকায় বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে গত শুক্রবার মামলা দায়ের করেন তিনি। সোমবার সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। আগামী সাত দিনের জন্য স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে, নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দের। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে শর্তসাপেক্ষে সন্দেশখালি যাওয়ারও অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট।

নীল বাতিওয়ালা গাড়ি নিয়ে সল্টলেকে চুরি, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গাড়ির মাথায় নীল বাতি। তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টিকার লাগানো। সেই নীল বাতির গাড়ি নিয়ে সল্টলেকে চুরির অভিযোগ উঠেছিল। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি অভিযোগ করেছিলেন সল্টলেকের ইই-ব্লকের বাসিন্দা মহেন্দ্রনাথ সরকার। সেই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হল।

জানা গিয়েছে, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ধরে এরপর তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তপন রায় ও বিমল ব্যাপারী নামে দু'জন ধরা পড়ে। তপন রায় ছিল ওই গাড়ির চালক। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, মহেন্দ্রনাথ সরকার অভিযোগ জানিয়েছিলেন তাঁর বাড়ি থেকে তিনটি জেনারেটর চুরি গিয়েছে। অভিযোগকারীর বাড়ি ও বিধান নগরের বিভিন্ন জায়গার মোট ৩৭টি জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ। এরপরই নীল আলো লাগানো গাড়িটিকে চিহ্নিত করে পুলিশ। উল্টোডাঙার বাসন্তী দেবী কলোনি থেকে ওই গাড়ির চালক তপন রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওপর এক অভিযুক্ত বিমল ব্যাপারীর নাম জানতে পারে পুলিশ। এরপর দত্তপুকুর থেকে বিমল ব্যাপারীকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আটক করা হয় নীল আলো ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টিকার লাগানো গাড়িটিকে। সূত্রের খবর, এই গাড়িটি নবান্নে ভাড়ায় দেওয়া রয়েছে। ফলে এখন গাড়িটির মালিকের সম্পর্কেও খোঁজ নিচ্ছে বিধাননগর পুলিশ।

শুক্র ও শনিতে বন্ধ ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী শুক্রবার বন্ধ থাকবে ইস্ট -ওয়েস্ট মেট্রো পরিষেবা। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে পর পর দুদিন মিলবে না শিয়ালদহ-সল্টলেক মেট্রো। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্র এবং শনিবার কলকাতা মেট্রোর ট্রেন অপারেশন কন্ট্রোল সার্কিটসে পরিবর্তন করা হচ্ছে। বর্তমানে ব্যাক আপ কন্ট্রোল সেন্টার বা বিসিসি-র মাধ্যমে চলে কলকাতা মেট্রো। এবার সেটিকে অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টারে বা ওসিসি-তে পরিবর্তন করা হচ্ছে। আর এই মেট্রো ট্রেন অপারেশনে পরিবর্তনের কারণেই আগামী শুক্র ও শনি কোনও পরিষেবা মিলবে না ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয়।

পুলিশের জালে জোড়াবাগানের কুখ্যাত 'খরগোশ' আর 'চ্যাপ্টা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর কলকাতায় বেশ কিছুদিন ধরেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল কার্তিক ওরফে অমিত সোনকার। অমিত পুলিশের খাতায় 'দাগী'। এলাকায় সে পরিচিত 'খরগোশ' নামে। তার উৎপাতে অতিষ্ঠও হয়ে উঠেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের বিরাট একটি অংশ। তার বিরুদ্ধে টানা অপরাধমূলক কাজকর্মের অভিযোগ আসছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, খড়্গপুরের একটি ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিল খরগোশ। এই

ঘটনায় তাকে জেলও খাটতে হয়। তবে তাতেও কোনওভাবেই স্বভাব বদলায়নি অমিতের। জেল থেকে বেরিয়ে ফের তোলাবাজির কারবার চালাচ্ছিল সে। সেই কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই খুঁজছিল জোড়াবাগান থানার পুলিশ। অবেশষে কলকাতা পুলিশের জালে ধরা পড়ল সেই খরগোশ। খরগোশের সূত্র ধরে তারই সঙ্গী 'চ্যাপ্টা' ওরফে অমিত সিং-কেও গ্রেপ্তার করেন লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৭ এমএম পিস্তল ও অন্য আগ্নেয়াস্ত্র।

পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতার জোড়াবাগান, বড়বাজার এলাকায় তোলাবাজি, হুমকি-সহ নানা অপরাধমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল অমিত সোনকর। অমিত এলাকায় অটোও চালাত বলে সূত্রের খবর।শ তবে খরগোশ মূলত হাওড়ায় আস্তানা করেই কলকাতায় অপারেশন চালাত। মূলত তাদের টার্গেট ছিল ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা। আর এই অমিত সোনকরকেই নানা ভাবে সাহায্য করত চ্যাপ্টা ওরফে অমিত সিং। সম্প্রতি লালবাজারের গোয়েন্দাদের কাছে অভিযোগ আসে, খরগোশ এবং চ্যাপ্টা ফের জোড়াবাগান এলাকায় তোলাবাজি শুরু করেছে। এরপরই এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয় কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

—'না খেয়ে মরতে বলতে পারি না'—

বাকিবুরের চেক সই মামলায় পর্যবেক্ষণ সিবিআই আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চেকে সই করতে না দেওয়ায় রেশন দুর্নীতিতে ধৃত ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানের চালকলের হাজারের বেশি কর্মীর বেতন আটকে। এজন্য অন্তত ১ কোটি টাকা দরকার। কিন্তু বিচার বিভাগীয় হেপাজতে থাকা বাকিবুর রহমানকে চেকে সই করতে দিসে, রেশন দুর্নীতির টাকা কৌশলে অন্যত্র সরানো হতে পারে বলে দাবি ইডির।

এই মামলাতেই সোমবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিচারবিভাগীয় হেপাজতে বন্দি মানেই তো তাঁকে না খেয়ে মরতে বলা যায় না! সিবিআই আদালতে মামলা চলছে ইডির।

এনপিজি চালকলের অ্যাকাউন্টের চেকে বাকিবুর সই করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে মামলার শুনানি ছিল সোমবার। বাকিবুরের আইনজীবী আদালতে জানান, চালকলের ১০৭৫ জন কর্মীর বেতনের জন্য প্রায় এক কোটি টাকা প্রয়োজন। আর তার জন্য ব্যাঙ্কের চেকে বাকিবুরের সই প্রয়োজন। তাতে আপত্তি জানিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিশেষ সরকারি আইনজীবী ভাস্করপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এনপিজি চালকলের কর্মীদের সঠিক তথ্য প্রকাশ করলে, তবেই বাকিবুর রহমানকে চেক সই করার অনুমতি দিতে পারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। খরচের হিসাবেও স্বচ্ছতা ও সততা দেখাতে হবে।

সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের-এর বিচারক প্রশ্ন তোলেন, ওই ব্যাঙ্ক আক্যাউন্ট বাজেয়াপ্ত না করলে চেক সই করার অনুমতি দিতে আপত্তি কোথায়? ইডির দাবি, এনপিজি চালকলের সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং সম্পত্তি সন্দেহের আওতায় রয়েছে। রেশনের সবচেয়ে বড় 'দুর্নীতি' হয়েছে এনপিজি চালকলের মাধ্যমেই। তাই কর্মীদের বেতনের নাম করে রেশন 'দুর্নীতি'র টাকা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা হতে পারে। তাই তদন্তকারীরা ওই চালকলের কর্মীদের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত তথ্য খতিয়ে দেখতে চান। বেতন দেওয়ার পর সেই খরচের হিসাবও দিতে হবে বলে আদালতে আর্জি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। ২৭ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

গত ২ ফেব্রুয়ারি ইডির হাতে ধৃত বাকিবুর সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে আবেদন করেন যে, তিনি চেকে সই করতে পারছেন না বলে, তাঁর সংস্থার কর্মীদের বেতন আটকে রয়েছে। চেক এবং ব্যাঙ্ক ফর্মে সই করার জন্য তিনি আদালতে আবেদনও জানিয়েছিলেন। সেই নিয়ে আদালতে নিজেদের আপত্তির কথা তোলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডির আইনজীবী আদালতে জানিয়েছিলেন, যে হেতু টাকার ব্যাপার, তাই ওই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেই টাকা সরিয়ে ফেলা হতে পারে।

তবে ইডির আইনজীবীর দাবি উড়িয়ে দিয়ে আদালতে বাকিবুরের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, এনপিজি চালকলের কর্মচারীদের বেতন, পিএফ এবং ইএসআই দিতে হয়। ইলেকট্রিক বিল দিতে হয়। ৭৫ কোটি লোনের ইএমআই দিতে হয়। তাই পাঁচটি চেক আপাতত সই করতে দেওয়া হোক। না হলে চালকল বন্ধ হয় যাবে বলেও আদালতে জানিয়েছিলেন বাকিবুরের আইনজীবী।

রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে গত অক্টোবরে গ্রেপ্তার হন বাকিবুর। তার আগে কলকাতার কৈখালির ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। ইডি সূত্রে দাবি, অনেক প্রভাবশালীর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে বাকিবুরের।

রেলবস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ পানিহাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পূর্ব রেলের তরফে আগাম নোটিস দিয়ে জানালো হয়েছিল ১৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রেলের জবরদখল খালি করতে হবে। নয়তো মঙ্গলবার দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে। উচ্ছেদের নোটিসে ক্ষুব্ধ পানিহাটি পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৬ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন রামচন্দ্রপুর রেলবস্তির বাসিন্দারা মঞ্চ বেঁধে সোমবার সকাল থেকে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। সেই অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন পানিহাটি পুরসভার পুরপ্রধান মলয় রায়, সিআইসি তীর্থঙ্কর ঘোষ, পানিহাটির তৃণমূল যুব সভাপতি তথা স্থানীয় কাউন্সিলর সম্রাট চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য কাউন্সিলরগণ। বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে বাসিন্দারা সাফ জানিয়ে দিলেন, পুনর্বাসন ছাড়া কোনওভাবেই তাদের উচ্ছেদ করা যাবে না। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই জারি রাখবেন। এদিকে দখলদার উচ্ছেদ নিয়ে এদিন রেল আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন সাংসদ সৌগত রায়, বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ পুর প্রতিনিধিরা। বৈঠক শেষে এদিন বেলায় স্থানীয় কাউন্সিলর সম্রাট চক্রবর্তী অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চে হাজির হয়ে জানান, জোর করে মাথার ছাদ কেড়ে নেওয়া যাবে না। লোকসভা নির্বাচনের পর সাংসদ ও বিধায়ককে মাথায় রেখে পুরসভা ও রেল অধিকারিকরা আলোচনায় বসবেন। মাথার ছাদ বজায় রেখে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হবে। রেলবস্তি উচ্ছেদ নিয়ে বিজেপি নেতা জয় সাহার প্রতিক্রিয়া, রেলের উন্নয়নে জমির প্রয়োজন হলে সেই জমি দখলদারদের ছাড়তেই হবে। তবে রাজ্য সরকার ও রেল প্রশাসনকে আলোচনা করে ওখানকার বসবাসকারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করতে হবে।

সম্পাদকীয়

ভারতের রূপকারেরা চেয়েছিলেন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক মহামিলনক্ষেত্র

কর্নাটকের হোটেলে এক পুরুষ ও মহিলার উপর যে দীর্ঘ হেনস্থার ঘটনা ঘটেছে, তা নিন্দার ভাষা নেই। পোশাক দেখেই ভিন্ন ধর্মের মানুষ চিহ্নিত করা হচ্ছে। এক সঙ্গে সময় কাটানো 'অপরাধ', এই দাবি করে গালাগালি-মারধর করা হচ্ছে। তা হলে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের নিজের জীবন, কর্ম ও পছন্দ বেছে নেওয়ার অধিকার, যাকে আমাদের সংবিধান সম্মান করে, তার মর্যাদা রক্ষা হচ্ছে কি? নীতিজ্ঞানহীন এই যুবকেরা এক ভিন্ন নীতি ও নৈতিকতার বোধে তাড়িত ও চালিত। তাই প্রাপ্তবয়স্ক নারীপুরুষ সহমত পোষণ করে নিভৃতে সময় কাটাতে চাইলে তারা শাসনদণ্ড হাতে তুলে নেয়। তাই সঠিক ভাবেই উল্লিখিত হয়েছে, কোনটি ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, কোনটি 'সনাতন' ভারতের নৈতিকতা নয়, তা নিয়ে এই যুবকেরা কেবলই বিচার করছে। কোনটি ভারতীয়, তা কি তারা নিজেরাও জানে? আসলে এরা দিগ্‌ভ্রান্ত। রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মতো মনীষীরা যে আধুনিকতায় দেশকে দীক্ষিত করে গিয়েছেন, তাকে উপেক্ষা করে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝখানে এসেও তথাকথিত সনাতনপন্থী ভারতীয়রা ভিন্ন মতের মানুষকে 'বিধর্মী ও বেজাত' আখ্যা দিয়ে বিশুদ্ধতা রক্ষায় সচেষ্ট! স্বাধীন ভারতের রূপকাররা এই সনাতন পরম্পরা সূত্রেই চেয়েছিলেন আধুনিক ভারত হবে জাতি-বর্ণ-ধর্মের ঊর্ধ্বে, এক মিলনক্ষেত্র। বহুত্বের মধ্যে একত্বই হল ভারতীয়ত্ব, বিবিধের মাঝে মিলনই হল তার সনাতন সুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় নানা দেশ জাতি সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের এই ভূমিতে এসে একত্রবাসের কথা বলেছেন। কবি অতুলপ্রসাদ সেন লেখেন, 'নানা ভাষা নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান।' সম্পাদকীয়ের শেষাংশে তাই খেদের সঙ্গে বলা হয়েছে, সনাতন ভারতের একটি সঙ্কীর্ণ ধারণাকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের মর্যাদা দেওয়াটা যে সহবত, এই বোধটি গত দশ বছরে ক্রমক্ষয়িষ্ণু। তাই বিভিন্ন রাজ্যে স্বঘোষিত নীতি-পুলিশদের নিয়মিত তর্জনগর্জন শোনা যাচ্ছে। কেন্দ্রের শাসক দলের নৈতিক ও রাজনৈতিক ছত্রছায়াতেই এদের এই বাড়বাড়ন্ত।

জন্মদিন

আজকের দিন

অন্নু কাপুর

১৯৩৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এন জনার্দন রেড্ডির জন্মদিন।*
১৯৩৬ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় জার্নেল সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অন্নু কাপুরের জন্মদিন।*

আগামীকাল আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

সিদ্ধার্থ সিংহ

তখন পাকিস্তানি নাগরিকদের ৬.০৭ ভাগ উর্দু ভাষায় কথা বলতেন; বাংলা ভাষায় কথা বলতেন ৫৪ ভাগ মানুষ। সুতরাং যুক্তির বিচারে বাংলাই রাষ্ট্র ভাষা হওয়ার কথা ছিল। এমনকী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তার পরেও কেন পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তার ব্যাখ্যা যুক্তিতে নয়, ইসলামী আবেগে পাওয়া যাবে।

এই ইসলামী আবেগ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে উপনিবেশ ভারতবর্ষের ১৮৬৭ সালে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনায়।

সে বছর বেনারসে হিন্দু নেতৃবৃন্দ একটি সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষে একমাত্র ভাষা হবে হিন্দি এবং সেই ভাষাতেই সব মানুষকে কথা বলতে এবং লিখতে হবে।এর পরেই দেখা যায়, মুসলমান নেতৃবৃন্দ তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলমানদের ভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ ভাষার রাজনীতিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ হয়ে গেল। স্যার সৈয়দ আহমদ খান দিল্লির কমিশনার আলেকজান্ডার শেক্সপিয়রকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এখন প্রকাশ্যে কোনও বিরোধ নেই। তবে এ ঘটনার পরে দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে।' তার পরের ইতিহাস বলে, ব্যাপারটা তাইই হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল, হিন্দুর ভাষা হিন্দি আর মুসলমানদের ভাষা উর্দু কী করে হল? মূলত, উর্দু ও হিন্দি দু'টি ভাষাই মোঘল ও সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত মিশ্র ভাষা হিন্দুস্তানি থেকে উৎসারিত।

হিন্দুস্তানি ভাষায় আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শব্দ ছিল। মধ্য উনিশ শতকে

হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে হিন্দুস্তানি ভাষার সংস্কার শুরু হয়। প্রথমত হিন্দুরা হিন্দুস্তানি ভাষা থেকে আরবি ও ফার্সি শব্দ বাদ দিয়ে সংস্কৃত-সহ ভারতীয় শব্দসমূহ সংরক্ষণ করে। আর এ ভাষা লেখা শুরু হয় বেদনাগরী লিপিতে। অর্থাৎ তখন ভাষাটি সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানি হয়ে যায়। অন্য দিকে মুসলমানরাও একই ধরনের কাজ করতে গিয়ে হিন্দুস্তানি ভাষা থেকে সংস্কৃত ও ভারতীয় শব্দ বাদ দিয়ে লিখতে শুরু করে আরবি লিপিতে। আর এ ভাবেই তৈরি হয়ে যায় উর্দু ভাষা। সুতরাং হিন্দি ভাষা যে হিন্দুর--- তার পেছনে ধর্মীয় আবেগ কাজ করেছে; একই ভাবে ধর্মীয় আবেগের কারণেই উর্দু ভাষা মুসলমানের ভাষা হয়ে যায়। সুতরাং, বেনারসের সিদ্ধান্তের পর থেকেই হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাষা হিসেবে হিন্দু ও উর্দুকে প্রচার করতে শুরু করেছিলেন।

এমনই একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।' লক্ষণীয় যে, তার এই মন্তব্যের পেছনে যুক্তি নয়, ধর্মীয় আবেগই কাজ করেছিল। অভিন্ন প্রেক্ষাপটেই ধর্মীয় আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানের প্রথম মুদ্রা, ডাকটিকিট, ট্রেনের টিকিট, পোস্টকার্ড ইত্যাদি থেকে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দু ও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়। পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এই ঘোষণার পরে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। কমিশনের বাঙালি কর্মকর্তারা পর্যন্ত সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহারের দাবিতে তখন বিক্ষোভ করেছিলেন।

শুধু তাঁরাই নন, বঙ্গীয় সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান নিয়ে বাঙালির আত্ম-অন্বেষায় যে ভাষাচেতনার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ভাষা-বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে এ নিয়ে সীমিত পর্যায়ে আন্দোলন হয় এবং ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি, মানে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা*করার দাবিতে আন্দোলনটি চরমে ওঠে। সেই সময় আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপরে পুলিশের গুলিবর্ষণে অনেক তরুণ শহীদ হন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রফিক, জব্বার, শফিউল, সালাম, বরকত-সহ আরও অনেকে। তাই এই দিনটি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের মর্মন্তুদ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। চিহ্নিত হয়ে আছে শহীদ দিবস হিসেবেও। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় ও তাতে ১৮৮টি দেশ সমর্থন জানায়। ফলে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তার আগে পর্যন্ত, বাংলা ভাষা নিয়ে যারা সবচেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ, সেই বাংলাদেশে এই দিনটিকে শহীদ দিবস হিসেবেই পালন করা হতো। তবে ইউনেস্কোর ঘোষণার পর থেকে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

বাংলা ভাষার জন্য লড়াইয়ের দিনগুলো ছিল বড়ই বেদনাবাহী
আজ আমরা ভুলতে বসেছি সেই স্মৃতিকথা

অরিন্দম ঘোষ

২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়,একথা আমরা সকলেই জানি।কিন্তু এই মাতৃভাষা দিবসের পিছনে রয়েছে অনেক বীর ভাষা শহীদের রক্তাক্ত, হৃদয়বিদারক ইতিহাস। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মহান একুশের দিন ত্ত স্মৃতি বিজড়িত, আবেগ তাড়িত সেই দিন। আর এই দিনের কথা স্মরণ করলেই মনের মাঝে নিজেরই অজান্তে গুনগুন করে ওঠে একটা অতি পরিচিত সুর

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙান্নো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?'

সাংবাদিক কবি বন্ধু আবদুল গফফর চৌধুরীর অনবদ্য রচনা। আবদুল লতিফের সুরে ও আতিকুল ইসলামের কণ্ঠে এটা গান হয়ে ওঠে পরবর্তীকালে।১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই গান গাওয়ার জন্য আতিকুল ইসলাম ও আরও কয়েকজন ছাত্রকে ঢাকা কলেজ থেকে বহিস্কার করা হয়।আলতাফ মামুদ এই গান গাইতে গাইতেই একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধে শহীদ হন।

ফিরে যাই কিছুটা আগের ইতিহাসে। ধর্মের নামে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারত বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে বিশাল ভারতমাতাকে টুকরো- টুকরো করে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হলত্ত ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। হাজার মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধানে অদ্ভুত এক সীমারেখায় পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান সংযুক্ত হয়ে নতুন একটা রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিশ্ব ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে,তখন থেকেই সুকৌশলে প্রচার করা শুরু হয় যে, উর্দুই হবে নবগঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার আগে পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান,পাঞ্জাব, সিন্ধু,উত্তর - পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ আর বেলুচিস্তান এই পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল পাকিস্তান। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের মোট ছয় কোটি নব্বই লক্ষ লোকের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক ছিলেন বাংলাভাষী। অর্থাৎ, আদমশুমারি অনুযায়ী মোটামুটি পঞ্চান্ন শতাংশ লোক বাংলাভাষী আর বাকি পঁয়তাল্লিশ শতাংশ লোকের ভাষা ছিল পাঞ্জাবি - পুশতু - বালুচি - সিন্ধি এবং উর্দু। আরও সূক্ষ্ম বিচারে মাত্র সাত শতাংশ লোকের ভাষা ছিল উর্দু।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার এই অপবুদ্ধি অনেক মানুষই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। আর তাই বাংলার লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি মহলে অসন্তোষ ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। ঘৃণ্য,নারকীয় এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে শুরু হয় অবরোধ,ধর্মঘট আর হরতাল পালন কর্মসূচী।

এরপর একটা বিন্দু থেকেই জন্ম নিল সিন্ধু। ১৯৪৮ সালের ২১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এলেন তদানীন্তন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মহম্মদ আলি জিন্নাহ।সভায় তিনি ঘোষণা করলেন, 'Urdu alone shall be the state language of Pakistan.' ছাত্রনেতা আবদুল মতিন শোনামাত্রই 'no–no' বলে প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন।গভর্নর জেনারেলের মুখের ওপর সরাসরি এই প্রতিবাদে গোটা সভাকক্ষ তখন স্তব্ধ,যেন পিন পড়লেও সেই আওয়াজ শোনা সম্ভব।

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন এসে সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।একথা উল্লেখ্য যে,পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি এবং মুসলমানদের মুখের ভাষা বাংলাকে কেড়ে জোর করে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা কমিটি ধর্মঘট পালন করে।ওই সভাতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে,১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল সভা, শোভাযাত্রার মাধ্যমে বাংলা ভাষার সপক্ষে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। স্বৈরাচারী সরকারের সামনে তখন সমূহ বিপদ। ২০ তারিখ থেকে নুরুল আমীন সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। ঢাকার বাঙালি জেলাশাসককে সরিয়ে অবাঙালি জেলাশাসককে নিযুক্ত করা হয়। এর সাথে ভাষা আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে চরম প্রস্তুতি নিল সরকার।

এদিকে সংগ্রাম পরিষদের ঘোষণা অনুযায়ী আন্দোলনকারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য প্রস্তুতি নিল। ছাত্র নেতা আব্দুস সামাদের প্রস্তাবে ছাত্ররা দশ জন করে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নেয়।সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে তারা এগিয়ে চলে,আর পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মুখোশ খসে পড়ে। নির্বিচারে লাঠি,কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চলতে থাকে।মেডিক্যাল হোস্টেলের গেটের কাছে এগারো নম্বর ব্যারাকের পাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র আবুল বরকত গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আর এক ছাত্র গুলি খান, তাঁর নাম ত্ত সালাউদ্দিন।

সময় বিকেল তিনটে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র নেতা আল আহাদের লেখা 'জাতীয় ঘটনার রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫ 'বইটির একটি বয়ান,' পরে দেখিতে পাই সংগ্রামী বন্ধুরা আর একটি লাশ পাঁজাকোলা করিয়া অনিতেছে।... মাথার দিকের কাপড় তুলিতেই দেখিতে পাইলাম এম. এ. ক্লাসের ছাত্র সালাহউদ্দিনের মাথার খুলি নাই। কী হৃদয় বিদারক দৃশ্য!'

এইসব বিন্দু বিন্দু ঘটনা মুহূর্তে যেন সিন্ধুর আকার নেয়। এই ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সেই সময় চলা আইন পরিষদের সভা মুলতুবি হয়ে যায়। আইনসভার কয়েকজন সদস্য সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন।সন্ধ্যায় মেডিক্যাল কলেজের সামনে শহীদদের গায়েবি জনজা অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন অন্যান্য যাঁরা ভাষাশহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের তৃতীয় বর্ষের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র রফিকউদ্দিন আহমেদ,ময়মনসিংহ জেলার পাঁচুয়া গ্রামের তরুণ গ্রামীণ কর্মজীবী আবদুল জব্বার,শুল্ক বিভাগের পিয়ন আবদুস সালাম, হাইকোর্টের কর্মচারী সফিউর রহমান, দশ বছরের এক বালক অহিউল্লাহ এবং আরও অনেকে। বাংলাদেশের ভাষা শহীদ হিসাবে কেবল এঁদের নাম লিপিবদ্ধ থাকলনা, সারা পৃথিবীর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকল।

পরের দিনই অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি সারা দেশ এই আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। সেদিনও বেহিসাবি গোলাগুলির আঘাতে শহীদ হন হাইকোর্টের কর্মী শফিকুল রহমান, অন্যদিকে রিকশাচালক আবদুর সালাম এবং রফিকউদ্দিনের মত অনেকেই আহত হন।বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ বলে ঘোষণা করলেন।

২৩ শে ফেব্রুয়ারিও ঢাকা শহর প্রতিবাদে উত্তাল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্লোগান ওঠে 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক'। কিন্তু শহীদের স্মৃতিকে চির জাগ্রত করে রাখার জন্য চাই প্রতীক। আর তাই ছাত্র - ছাত্রীদের মনে উদয় হল শহীদ মিনারের স্বপ্ন।মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সৈয়দ হায়দারের নকশায় ও বদরুল আলমের রেখায় হোস্টেল প্রাঙ্গণে ২৩ শে ফেব্রুয়ারিতেই রাতারাতি ছাত্র - ছাত্রী ও কর্মচারীরা যৌথভাবে তৈরি করেন এগারো ফুট উচ্চতার একটি শহীদ মিনার। ২৪ শে ফেব্রুয়ারি সকালে শহীদ সফিউর রহমানের বাবা এটি উদ্বোধন করেন এবং 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম সামসুদ্দিন এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। বুদ্ধিজীবী মহল সহ বিভিন্ন মানুষ শহীদ মিনারের সামনে একত্রিত হয়ে সরকারের গুলিবর্ষণ নীতির তীব্র সমালোচনা করে শহীদদের প্রতি সমবেদনা ও শ্রদ্ধা জানাতে থাকেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি নাজিমউদ্দিন - নুরুল আমিনের সসস্ত্র বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির প্রথম শহীদ মিনারটি গুঁড়িয়ে দেন।গ্রেপ্তার করেন তিরিশ জনকে।কিন্তু মানুষের আগ্রহকে স্তিমিত করা যায় নি।শাসক দল শহীদ মিনার গুঁড়িয়ে দিলেও ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত শহীদ মিনারের সংশ্লিষ্ট স্থানটি কালো কাপড়ে ঘিরে জনতা শহীদদের উদ্দেশে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছিল।

বর্তমান শহীদ মিনারটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৫৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। ১৯৫৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শহীদ মিনারের ভিত, মঞ্চ এবং তিনটি স্তম্ভ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে,১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাক সেনাবাহিনী ওই মিনার পুনরায় ধ্বংস করে; যদিও ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শহীদ দিবস পালিত হয় ঐ ভাষা শহীদ মিনারেই। ১৯৭৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাক বাহিনীর ধ্বংস করা শহীদ মিনারের পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে মূল কাঠামোকে অপরিবর্তিত রেখে শহীদ মিনারের সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে নব পর্যায়ের শহীদ মিনারে শহীদ দিবস উদযাপন শুরু হয়। এখন প্রাসঙ্গিক যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে তা হল — ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস থেকে কিভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করে? এর ইতিহাসও খুব একটা সংক্ষিপ্ত নয়। ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' প্রস্তাবটি অঙ্কুরিত হয়েছিল বাংলাদেশে নয়, সুদূর কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে। এই প্রস্তাবটি প্রথমেই গ্রহণ করেছিল সেখানে সাতটি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা 'বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিক সংস্থা' নামে একটি সংগঠন। এই সংস্থাটি ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা করার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি অন্নানের কাছে পাঠিয়ে দেয়। বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাক্ষর করেন রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সামাদ নামে দুজন বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধা। জাতিসংঘ থেকে রফিকুল ইসলামকে জানানো হয় যে ইউনেসকোর পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে হবে, তখন রফিকুল সাহেব বিষয়টি নিয়ে চিঠি লিখে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেন। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন বসতে তখন মাত্র দুদিন বাকি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হাসিনা এবং তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এ. এস. এইচ.কে. সাদেক মন্ত্রী পরিষদে কোনো আলোচনা ছাড়াই প্রস্তাবটি সরাসরি ইউনেসকোর সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। ইউনেসকো বিষয়টির ওপর বিস্তর আলাপ -আলোচনা করে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে ২১ ফেব্রুয়ারি কে পৃথিবী ব্যাপী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাদিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সূত্রেই ২০০০ সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি সমগ্র পৃথিবীতে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে পালিত হয়ে আসছে।

২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' নামক প্রথম কবিতাটি লিখেছিলেন সাংবাদিক - কবি মাহমুল আলম চৌধুরি

'ফাঁসির দাবী করছি যারা এই
মৃতদেহের ওপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহন করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে।
খোলা ময়দানে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে
শাস্তিপ্রাপকদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।'

বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত,অবহেলিত।অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে মাতৃভাষা বাংলাকে আজও আমরা কাজের ভাষায় পরিণত করতে পারলাম না। বাংলা ভাষা নিরাশ্রয় পথিকের মত আজও খুঁজে চলে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান। কবি শাহসুর রহমানের কবিতার একটা পংক্তি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

'এখানে তোমাকে ঘিরে
ইতর বেলাল্লাপনা চলছে বেদম
এখন তোমাকে ঘিরে
খেঙরার নোংরামি
এখন তোমাকে ঘিরে
খিস্তি - খেউয়ের পৌষমাস।
তোমার মুখের দিকে
আজ আর যায়না তাকানো
বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা...।'

অরিন্দম ঘোষ।

বাংলা ভাষা আমার প্রাণের ভাষা

সুবল সরদার

জননী, জননীর ভাষা স্বর্গাদপী গরীয়সী । জননীর ভাষা, প্রাণের কথা । মনের ভাষা, প্রিয়ার কথা । মধুর ভাষা প্রাণে বড় প্রিয় লাগে । কবিতার ভাষা, ফুলের কথা মধুর থেকে মধুর হয় । আজ ভাষা নিয়ে দেশে দেশে কত যুদ্ধ ! কেউ তাদের মুখের ভাষা মাতৃভাষাকে হারাতে চায় না। মাতৃভাষা হারিয়ে কেউ নির্বাক হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। আমার ভাষা, তোমার ভাষা -ভাষা দিয়ে যায় আমাদের চেনা। পৃথিবীতে ভালোবাসার সোহাগ রচনা করে আমাদের মাতৃভাষা । কাশবনের ভিতর দিয়ে মেঠো পথ ধরে অপু- দুর্গার দৌড়, সোনালী আলোর মিষ্টি সকাল, বাঁশ বাগানে মাথার উপর চাঁদ ,শ্লোক বলা কাজলা দিদিকে কেবল খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের বাংলা ভাষাতে।

মায়ের কাছে শেখা অ ,আ,ক,খ - শৈশবের মিষ্টি স্মৃতিমাখা ভাষা কেউ কখনো ভুলতে পারে? তাই বাংলা ভাষাকে আমি মা বলে সম্বোধন করি । মায়ের ভাষা তো মধুর হবেই । এমন ভাষা দিয়ে মাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা, সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা জানানো যায়। এমন মমতাময়ী ,মধুর শব্দ মা অন্য কোন ভাষাতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একটা শব্দ শুধু 'মা ' তার ব্যাপ্তি কত বড় ঠিক যেন হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়া এভারেষ্টের শীর্ষ বিন্দু থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের মহাতলের মারিয়ান খাদের শেষতম বিন্দুতে পৌঁছে যায়! কবিতার ভাষা- প্রিয়ার কথা -একবার কানে কানে বলো শুধু তুমি যে আমার। এমন আপন করে মধুর সুরে প্রাণে প্রাণে কে বাজাবে বাঁশি? বাংলা ভাষা ছাড়া কে পারে এমন মধুর কথা বলতে ? বিদ্যাসাগরের ভাষা, রবি ঠাকুরের ভাষা, বঙ্কিম চন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, মানিক,তারাশঙ্করের ভাষার মধ্যে দিয়ে চিনেছি আমাদের শৈশবকে, চিনেছি আমাদের নিজেদেরকে, চিনেছি আমাদের জগৎ থেকে বিশ্বকে। সারা বিশ্ব আমাদেরকে চিনেছে তাঁদের মধ্যে দিয়ে। গর্বিত আমরা, গর্বিত বাংলা। বাংলা ভাষা আজ সমৃদ্ধ, মিষ্টি ভাষার মধ্যে অন্যতম।

আজ মাতৃভাষা দিবস। রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারির সেই রক্তাক্ত দিনের কথা কেউ কখনো ভুলতে পারে ? পশ্চিম পাকিস্তানের নির্দেশে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা হবে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা । এমন নির্দেশ শোনার পর আগুনে ঘৃতাহুতি দেবার মতো বাংলা ভাষার জন্যে আন্দোলনের পর আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে বাংলাদেশের বুকে। বাংলা ভাষা বাংলার জন্যে এমন দাবীর কাছে মাথা নত করে পাকিস্তান পরাজয় স্বীকার করে। বাংলা ভাষাকে সম্মান জানিয়ে পাকিস্তান ফিরে যায় তার স্বস্থানে। ৭১ এর মুক্তি যুদ্ধ উর্দু ভাষার কবল থেকে মুক্তি দিয়েছে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে । মুক্তি পেয়েছে আমার বন্দী হৃদয়, মুক্তি পেয়েছে আমার কবিতার ভাষা । কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় বলি

'যদি নির্বাসন দাও, ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো আমি বিষপান করে মরে যাবো।'

আমরা কখনও ভাবতে পারি না, আজ যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু হতো, তখন কেমন হতো আমাদের এই বাংলা ভাষা ! তাই শুধু ভাষা দিবস পালন করে থেমে থাকে না আমাদের দায়িত্ব, বরং দায়িত্ব আরো বেড়ে যায় । মাতৃভাষাকে যত্ন করে রক্ষা করার শপথ নিতে হবে এই ভাষা দিবসে। রবীন্দ্রনাথ নাথ ঠাকুরকে নিয়ে গর্ববোধ করবো । বিদেশে তাঁকে নিয়ে গর্বের সঙ্গে পরিচয় দেব আমাদের বিশ্ব কবি বলে, অথচ বাংলা ভাষা চর্চা করবো না। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে ফটর ফটর করে ইংরেজি বলবো বাংলা ভাষাকে ভুলে গিয়ে। শিক্ষকরা সরকারি স্কুলের শিক্ষক হতে চায় কিন্তু তাঁদের সন্তানদেরকে সরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে চায় না, এ বাঙালি জাতির মহা ট্রাজেডি । মহা সংকটে আজ বাঙালির অস্তিত্ব । মধু কবির মতো আমাদেরকে আজ খেদ করে বলতে হচ্ছে বাংলা ভাষার মতো অমূল্যরতন ছেড়ে পরধনে মত্ত হবার বিষময় ফল ভোগ করতে হচ্ছে । আমাদের দেশ গেছে, ভাষা গেছে। পরিচয়হীনতার গ্লানির মধ্যে দিয়ে কী আজ বাঙালি তার পরিসর খুঁজে পাবে? বাংলাদেশ বাংলাকে স্বমহিমায় দেখে গর্ববোধ করে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলায় কথা বলে বাঙালি হীনমন্যতায় ভোগে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পিছনে থেকে পিছিয়ে পড়ছি। হিন্দি ,ইংরেজীর সঙ্গে বাংলা ভাষা দুয়োরাণীর মতো একা একা হয়ে পড়ে । হিন্দি, ইংরাজি ছেড়ে, বাঙালিকে তার মাতৃ ভাষা বাংলাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে হবে। জননী, জননীর ভাষা একান্ত আপন । প্রিয়জনের ভাষা প্রিয় হয়। এর থেকে প্রিয় আর আপন আর কেউ হয় না।

নয়া পর্দা ফাঁস সন্দেশখালিতে, এবার সামনে এল বাম জামানায় পাট্টা দেওয়ার দুর্নীতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: সন্দেশখালির একের পর এক পর্দা ফাঁস হচ্ছে। এবার সামনে এল বাম জামানায় পাট্টা দেওয়ার দুর্নীতি। সময় যত গড়াচ্ছে তাতে সন্দেশখালি নিয়ে সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেস যে পরিকল্পিত ভাবে চক্রান্ত করেছে তার চিত্র বাইরে আসছে। সন্দেশখালির পাট্টার তদন্ত করতে গিয়ে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। বাম জামানায় দেওয়া পাট্টা কেন রেকর্ড করা হয়নি তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও সভাধিপতির উদ্যোগে সন্দেশখালি মানুষ পাট্টা পেলেও কেন তার রেকর্ড হয়নি তার স্কুটিনি সোমবার থেকে শুরু হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ভবনের তিতুমির সভাকক্ষে। এদিন সন্দেশখালি থেকে ৪৫ জনকে তাদের পাট্টার কাগজপত্র সহ বারাসাতে আনা হয় বাসে করে। তাদের যাতায়াত ও দুপুরে খাওয়া-দাওয়া ব্যবস্থ্যর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খরচের তাদের দায়িত্ব নেন সভাধিপতি নিজের টাকায়। সেখানে ৩৩ জনের পাট্টা দেওয়া হলেও তা রেকর্ড করা হয়নি। সন্দেশখালিতে চলা ক্যাম্পের মাধ্যমে বাকি ১২ জন নতুন করে আবেদন করেছেন। ৩৩ জনের স্কুটিনি করতে গিয়েই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসে। দেখা যায়, সেই পাট্টা দেওয়া হয় ২০১১ এর আগে অর্থাৎ বাম জামানায়। এই তথ্য সামনে আসতেই নারায়ণ গোস্বামীর দাবি কেন বাম জামানায় পাট্টা দেওয়া জমির রেকর্ড করেনি তৎকালীন সরকার? স্কুটিনিতে দেখা যায় পাট্টাগুলি মূলত ১৯৮০ দশক থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। নারায়ণের দাবি, বাম সরকারের ব্যর্থতার দায় আমাদের নিতে হচ্ছে। তারা পাট্টার দেওয়া জমি রেকর্ড না করিয়ে এই সমস্যা তৈরি করেছে। অথচ বাম রাম এক হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে। মানুষকে খেপিয়ে বলা হচ্ছে জমি তৃণমূল নেতারা দখল করেছে। দেখা যাচ্ছে বামেদের অপদার্থতার কারণে পাট্টার জমি রেকর্ড না হওয়াতে সমস্যা হয়েছে ফলে অনেকেরই লিজের টাকা পেতে সমস্যা হয়েছে। বামেরের অপদার্থতার সুযোগ নিয়েই কিছু অসৎ মানুষ নিজের টাকা আত্মসাৎ করেছে। আমাদের অনুমান বাম জামানার এই কুকীর্তি সংখ্যা আরও বাড়বে। একে একে সবটাই স্কুটিনি করে দেখা হবে। পাট্টার সমস্যা সমাধান হতেই বেজায় খুশি ৩৩ জন মানুষ। তাদের দাবি, আমরা জমির জন্য বহু জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। আমরা জানতামই না আমাদের জমি রেকর্ড হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ আমাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য।

এদিন তিতুমির সভা কক্ষে নারায়ণ গোস্বামী ছাড়াও ছিলেন বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, জেলের ডেপুটি বিএলআরও অনুপম দাস মজুমদার, অন্যান্য ভূমি আধিকারিক সহ সন্দেশখালির নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা। এদিন ফারহাদ বলেন যে ১২ জন নতুন করে আবেদন করেছে তাদের পাট্টা শীঘ্রই দিয়ে দেওয়া হবে। এই সংখ্যা বাড়তে পারে। জেলায় এক হাজার পাট্টা দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের প্রতিশ্রুতি মতো যে ১৭০ জনের লিজের মোট প্রায় ৩ লক্ষ টাকা পাননি সেই টাকা দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই ১০ জনকে তাদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয়েছে। যার পরিমাণ ৪৭ হাজার ৫০০ টাকা। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল নেতা কর্মীদের থেকে টাকা তুলে খুব শীঘ্রই বাকি টাক পরিশোধ করা হবে বলেও সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানিয়েছেন।

হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দিল খানাকুলের এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে ইংরেজি পরীক্ষা চলাকালীনই হঠাৎই প্রচন্ড বুকের যন্ত্রণা অনুভব করতে করতে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায় এক পরীক্ষার্থী। অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই ছাত্রী। ছাত্রীর নাম আমিনা খাতুন। বেশ কিছুক্ষণ অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালীন তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এর পরেই তাকে ওই অবস্থাতেই খানাকুল ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা করার পর কিছুটা সুস্থ হলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে শুরু করে হাসপাতালের মধ্যেই। তার কাছে মহিলা পুলিশও রাখা হয়। জানা গেছে, আমিনা ঘোষপুর নেতাজি বিদ্যাপীঠের ছাত্রী। তার ঠাকুরানচক ইউনিয়ন হাইস্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র পড়ে। সেখানেই সে পরীক্ষা দিচ্ছিল। আর তখনই পরীক্ষা চলাকালীন বুকের যন্ত্রণা নিয়ে জ্ঞান হারান তিনি। তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকরাই তড়িঘড়ি খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে তাকে নিয়ে আসে। একটু সুস্থতা অনুভব করায় হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা দেন আমিনা। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক পুতুল চাঁদ হালদার বলেন, খানাকুলের ঘোষপুর নেতাজি ইউনিয়নের ছাত্রী আমিনা খাতুন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল পরীক্ষা চলাকালীন। ওর আগে থেকেই বুকের যন্ত্রণা হত বলে শোনা যায়। এদিন পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হওয়ার পর আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা করি। তারপর খানাকুল ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর কিছুটা সুস্থ হলে পুলিশি পাহারায় পরীক্ষা চলে। সবমিলিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা ও পুলিশের সহযোগিতায় আমিনা পরীক্ষা দেয়।

সরকারি গ্রন্থাগার এবং ক্লাবের জমি দখলের অভিযোগ জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি গ্রন্থাগার এবং ক্লাবের জায়গা দখল করার অভিযোগ উঠেছে জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সরকারি গ্রন্থাগার ও ক্লাবের জমি দখল করে নিচ্ছে। আর এই ঘটনাকে ঘিরে কালিয়াচক ১ ব্লকের গয়েশবাড়ি এলাকায় শুরু হয়েছে চাপা উত্তেজনা। বেআইনিভাবে খেলার মাঠ দখল করার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূলের গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটি। যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলেছেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াচক ১ ব্লকের গয়েশবাড়ি ইয়ংমেন্স লাইব্রেরি অ্যান্ড ক্লাব দীর্ঘ ১০ বছর ধরে তালাবন্দি অবস্থায় রয়েছে। রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তরের অধীনে থাকা এই ক্লাবের একটি খেলার মাঠ রয়েছে বাখরপুরের ফিরানচক গ্রামে। কিন্তু অতীতের এই সুবিশাল ও বড় খেলার মাঠটি বেআইনিভাবে দখলের জন্য ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গিয়েছে। যেটুকু পড়ে রয়েছে, মাঠের সেই অংশটুকুর চারপাশে গজিয়ে উঠেছে ঘরবাড়ি। স্থানীয় কিছু দালাল ভুয়ো দলিলের মাধ্যমে কোটি টাকার এই মাঠ বিক্রি করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

গয়েশবাড়ি এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে ক্লাবটি বন্ধ রেখেছে প্রশাসন। সরকারি ক্লাবটির কেয়ারটেকার হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন কালিয়াচক ১ ব্লকের বিডিও নিজেই। তবু সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করতে ব্লক প্রশাসনের হেলদোল নেই বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এখনও মাঠের পড়ে থাকা অংশটুকুও গোপনে বিক্রি করতে সক্রিয় রয়েছে স্থানীয় একটি দালালচক্র। ক্লাবের মাঠ বিক্রির নামে নিরীহ মানুষদের ভুল বুঝিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বায়নামা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ধরনের প্রতারণার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কিছু অসাধু অফিসার। তারা মাঠের জমির জাল রেকর্ড করে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বেআইনিভাবে প্লট করে করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে ক্লাবের খেলার মাঠটি। গোটা বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা।

এলাকার একাংশ বাসিন্দার অভিযোগ, গয়েশবাড়ি ক্লাব ও গ্রন্থাগারের গুটি কয়েক কর্মকর্তা নিয়মবহির্ভূত ভাবে খেলার মাঠের অধিকাংশ জমি এবং ক্লাবের বেশ কিছু সম্পত্তি গোপনে বিক্রি করে দিয়েছে। যদিও কোনও এনজিও কিংবা ক্লাব-লাইব্রেরির জমি কেনাবেচা ও হস্তান্তর করা যায় না। তবুও ওই মাঠটি বিক্রি হচ্ছে। এই বিষয়ে গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপ-প্রধানের স্বামী স্থানীয় অঞ্চল কমিটির দলীয় নেতা কামাল হাসান জানিয়েছেন, ক্লাবের জমি অবৈধভাবে বিক্রির তীব্র প্রতিবাদ করার পাশাপাশি দালালচক্রের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনকে লিখিতভাবে এই অভিযোগ দেওয়া হয়েছে এই ঘটনার পিছনে এলাকারই কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত রয়েছে।

সুজাপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলার কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ঈশা খান চৌধুরি জানিয়েছেন, এই ধরনের কোনও ঘটনার সঙ্গে দলের কেউ জড়িত নয়। তৃণমূলেরই স্থানীয় কিছু মাফিয়ারা এই বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। নিজেদের দোষ ঢাকতে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে।

কোন্নগরে শিশুমৃত্যুতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ফরেনসিক দলের, একঘণ্টা ধরে নমুনা সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: কোন্নগরে শিশুমৃত্যুতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন ফরেনসিক দলের প্রায় একঘণ্টা ধরে চলে নমুনা সংগ্রহ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। দু'দিন পার, তারপরেও হুগলির কোন্নগরে শিশু খুনে এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। নমুনা সংগ্রহ করল ফরেনসিক টিম। পুলিশের তদন্তে আস্থা রেখেও সিআইডি তদন্তের আবেদন জানাচ্ছে শিশুর পরিবার।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘরে টিভি দেখার সময় নৃশংস ভাবে খুন করা হয় আট বছরের শ্রেয়াংশু শর্মাকে। ঘটনার পর চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে তদন্তে যান। শনিবার সিআইডি ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্টরা গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেন। রবিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরেনসিক দল। এদিন দুই সদস্যের ফরেনসিক দল বেলা একটা নাগাদ শিশুর বাড়িতে পৌঁছয়। একঘণ্টা ধরে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে তারা। এরপর বেরনোর সময় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বলেন, 'রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করলে অনেক রক্তপাত হয়। সেই ধরনের রক্তপাত দেখা গিয়েছে।' শিশুর বাবা পঙ্কজ শর্মা বলেন, 'ফরেনসিক টিম এসে নমুনা সংগ্রহ করেছে। আমাদের কাউকে ঢুকতে দেয়নি। ছেলের মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে গিয়েছে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করব, বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে। এখনও পর্যন্ত ভালোই কাজ করছে। আশা করব কয়েকদিনের মধ্যেই ফল পাওয়া যাবে। রিপোর্ট আসা পর্যন্ত দেখব। পুলিশের তদন্তে আস্থা আছে। তবে সিআইডি তদন্ত হলে ভালো হত।' এদিকে এখনও আততায়ীর কোনও খোঁজ পায়নি চন্দননগর পুলিশ কমিশারেট। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'এখনও পর্যন্ত পুলিশ অন্ধকারে রয়েছে। খুনের কারণ বোঝা যাচ্ছে না। আমরা চাইব পুলিশ প্রশাসন তাড়াতাড়ি এই ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করুক। যে দোষী তার শাস্তি চাই।' প্রসঙ্গত, আট বছরের বালক শ্রেয়াংশু শর্মার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কোন্নগর কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আদর্শ নগরে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটার দিন সন্ধ্যায় ওই বালক ঘরে টিভি দেখছিল। তার খুড়তুতো দিদি ঘরে ঢুকে দেখেন যে রক্তাক্ত অবস্থায় ভাই পড়ে রয়েছে। পাড়া প্রতিবেশীদের ডেকে তাকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়। জানা যায়, বালকের বাবা পঙ্কজ শর্মা কলকতায় বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। ঘটনার সময় মা-বাবা দু'জনই বাইরে ছিলেন। প্রতিবেশীরা জানান, তাঁরা ওই বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেখেননি। ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

শেয়ার সার্টিফিকেট হারানোর নোটিশ
সিএইচএনএইচবি হেলথ ইন্স্যুরেন্স কো লিমিটেড
CIN NO. U85300WB1948PLC016895
রেজিঃ অফিস - ৫১, চৌরঙ্গী রোড
কলকাতা - ৭০০০৭১
টেলিফোন নং - ০৩৩ ২২৮২-৩৯২২/ ০৩৩ ৪০৪৪ ৩৪০৯
ই-মেল - chnhba@gmail.com

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে শ্রী শিব নারায়ণ শ্রীবাস্তবের নামে এই কোম্পানীর প্রতিটা ১০ টাকা মূল্যের সম্পূর্ণ পরিশোধিত ৩০০০টি ইকুইটি শেয়ারের (ডিস্টিংটিভ নং ২৫০০১ থেকে ২৮০০০) জন্য জারি করা ১২ নং শেয়ার সার্টিফিকেটটি হারিয়ে গেছে বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই শেয়ার সার্টিফিকেট সম্পর্কিত যেকোন দাবি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে কোম্পানীর নিবন্ধিত অফিসে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের বদলে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট উপরে উল্লিখিত মালিককে জারি করা হবে এবং তারপরে কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সিএইচএনএইচবি হেলথ ইন্স্যুরেন্স কো লিমিটেড-এর পক্ষে
স্থান - কলকাতা
তারিখ - ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
এ কে চক্রবর্তী
চিফ এডমিনিস্ট্রেশন অফিসার

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট শাখা কোড-১৬৮২২
সন্তোষ চেম্বার, ২য় ফ্লোর, সিটি সেন্টার-২ নিউ টাউন এর কাছে, কলকাতা ৭০০১৬১ । ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

ভেহিকেল অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী অনুপম সরকার, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭১৩৩১২ ইমেইল: sbi.16822@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৬(২) বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬ (২) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অস্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৭.০২.২০২৪
সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ- "আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে । ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।"

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড আছে। **অভিগ্রস্ত গাড়িগুলি** যেগুলি সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৭.০২.২০২৪** তারিখে।

জ্ঞাত দায় সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ক্র. নং.-১ **শ্রী জয় ভট্টাচার্যী, এ/সি নং. ৩৭০৪৭৪৩৪০৭৭** বকেয়া পরিমাণ: **৯,৬২,৭৩৩.৩০ টাকা ১৯.০২.২০২৪-অনুযায়ী** + তদুপরি সুদ। রিজার্ভ মূল্য **৮,২৪,০০০.০০/-টাকা,** আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **৮২,৪০০.০০/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১,০০০.০০ টাকা,**
গাড়ির বিবরণ: MAHINDRA XUV 500 R FWD W10, **পরিদর্শনের তারিখ: ২৩.০২.২০২৪**
রেজিঃ নং **WB 08 D4563**, রেজিঃ তারিখ: **১১.০৮.২০১৭**, উৎপাদনের বছর: **২০১৭**

ক্র. নং.-২ **ঋতুপর্ণা দত্ত, এ/সি নং. ৩৭২৫১০২০৭৮৭** বকেয়া পরিমাণ: **৩,৫৮,৫০৮.৪২ টাকা ১৯.০২.২০২৪ অনুযায়ী** + তদুপরি সুদ। রিজার্ভ মূল্য **১,৯১,০০০/- টাকা,** আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে **১৯,১০০,/- টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১,০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিবরণ: MARUTI SWIFT VXI BSIV, **পরিদর্শনের তারিখ: ২৩.০২.২০২৪**
রেজিঃ নং **WB 08D8175**, রেজিঃ তারিখ: **১০.১১.২০১৭**, উৎপাদনের বছর: **২০১৭**

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

তারিখ: ২০.০২.২০২৪, স্থান: রাজারহাট **অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট**

SVC CO-OPERATIVE BANK LTD.

রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
এসভিসি টাওয়ার, জওহরলাল নেহরু রোড, ভাকোলা, সান্তাক্রুজ পূর্ব, মুম্বই : ৪০০ ০৫৫, ফোন নং : ৭১৯৯৯৯২৮/৯৭০/৯৮২

সাধারণ দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২-এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩(১) অধীনে দাবি নোটিশ

ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩ উপ-ধারা (২) এর অধীনে দ্য এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যান্ড রিকভারি অফ ডেটস লজ অ্যান্ড মিসেলেনিয়াস প্রভিশনস (সংশোধিত) আইন, ২০১৬ (২০১৬-এর ৪৪), তারিখ - ১৮-০১-২০১৭ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) (সংশোধন) বিধি দ্বারা আরও সংশোধিত, ২০১৮ তার খেলাপি ঋণগ্রহীতা/বন্ধক এবং গ্যারান্টারদের কাছে নীচে বিশদভাবে দাবি নোটিশ জারি করেছে। যা পরিসেবা ছাড়াই ফিরে এসেছে। তাই উক্ত বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু এই পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। লক্ষ্য করুন যে ঋণগ্রহীতারা এসভিসি কনসোর্টিয়াম (এসভিসি ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (দেনা ব্যাঙ্ক), স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক) এর অধীনে সম্পত্তি বন্ধক এবং এখানে নীচের সারণীতে উল্লিখিত চার্জের হাইপোথিকেশনের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন-

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধককদাতার নাম	লোন অ্যাকাউন্ট নং	দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তি	নোটিশ অ্যামাউন্ট	দাবি নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ
১. মেসার্স নোভাটেক প্রোজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রা লি পূর্বতন মেসার্স নোভাটেক প্রসেস ইকুইপমেন্টস প্রা লি (প্রধান ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা) রেজিস্টার্ড অফিস : ৬০১, ৭মতল, বালাজি ইনফোটেক, প্লট নং এ/২৭৮ রোড নং ১৬/এ, ওয়াঙ্গেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, থানে ওয়েস্ট-৪০০৬০৪, এবং/বা প্লট নং ডব্লু-৮৪, প্লট নং ডব্লু-৮৫, প্লট নং ডব্লু-৯৬, অ্যাডিশনাল অম্বরনাথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গ্রাম-জাম্বিভালি,তালুক-উল্লাসনগর, থানে-৪২১৫০৬ এবং/বা প্লট নং এ-৪০, তালোজা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, গ্রাম-পেন্ধার,তালুক- পানভেল এবং জেলা :রাইগড়-৪১০২০৮ এবং/বা বারাকপুর, কল্যাণী এক্সপ্রেস হাইওয়ে, গ্রাম-নৈহাটি, পো মান্দ্রাল, কাঁকিনাড়া, জেলা :উত্তর ২৪ পরগনা,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩১২৬, এবং/বা নিশ্চিন্তপুর,স্ট্রিট-ভাদুতলা, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১২৯। **২. শ্রী সুকুমার ঘোষ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদতা)** ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০মতল, এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি, পোখরানরোড নং ২ এর ওপর,গ্রাম-মাজিওয়াড়ে,তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০, এবং/বা ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০তল, এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম-মাজিওয়াড়ে, তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০, এবং/বা ৩০২, গোদাবরী সঙ্গম গার্ডেনস তাঁতিগেড়িয়া, মেদিনীপুর-৭২১১০২। **৩. শ্রী সৌমদীপ ঘোষ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ১০০৩, ১১শ তল, এ-উইং,বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১ কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম-মাজিওয়াড়ে,তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০, এবং/বা ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০মতল, এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম-মাদিওয়াড়ে, তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০, এবং/বা ৩০২, গোদাবরী সঙ্গম গার্ডেনস তাঁতিগেড়িয়া, মেদিনীপুর- ৭২১১০২। **৪. শ্রী রাজদীপ সুকুমার ঘোষ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০ম তল,এ-উইং,বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর,গ্রাম-মাজিওয়াড়ে, তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০, এবং/বা ফ্ল্যাট নং ১০০৩, ১১শ তল, এ-উইং,বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি,পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম : মাজিওয়াড়ে, তালুক এবং জেলা : থানে-৪০০৬১০। **৫. শ্রীমতি মাধুরী সুকুমার ঘোষ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ফ্ল্যাট নং ১০০৩, ১১শ তল,এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর,গ্রাম : মাজিওয়াড়ে,তালুক এবং জেলা : থানে -৪০০৬১০, এবং/বা ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০ম তল, এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি, পোখরান রোড নং ২ এর ওপর, গ্রাম : মাজিওয়াড়ে,তালুক এবং জেলা : থানে -৪০০৬১০, এবং/বা ফ্ল্যাট নং ৬০১, ৭ম তল, বিল্ডিং নং ১, পুষ্পমঙ্গল কমপ্লেক্স, পাঁচপাখাড়ি, বাবুশেঠ এর পেট্রোল পাম্পের সংলগ্ন, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ,থানে (পশ্চিম), থানে : ৪০০৬০১। **৬. মেসার্স ডর্ভ প্রসেস ইকুইপমেন্টস প্রা লি (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং ৬০১, বিল্ডিং নং ১, পুষ্পমঙ্গল কমপ্লেক্স, মানোর পাড়া, পুরানো আগ্রা রোড, থানে (পশ্চিম) : ৪০০৬০১। এবং /বা প্লট নং এ-৪০, তালোজা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, গ্রাম-পেন্ধার, তালুক : পানভেল এবং জেলা : রাইগড়-৪১০২০৮ এবং/বা শপ নং ৭, একতলা, যশোবন্ত সিএইচএসএল,সুইমিং পুলের নিকট,মনীষা নগর, কালওয়া, থানে : ৪০০৬০৫।	সিএসবিপি-১০৪৪২২৯৭০০০০০০৭ *ক্যাশ ক্রেডিট-১০৪৪১৯৯৪০০০০০০২ *বকেয়া এলসিএস পরিমাণ ৪০৭.৪৫ লাখ টাকা। বকেয়া অবশিষ্ট ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী এলসি-র উল্লিখিত বকেয়া তারিখ সম্প্রসারণের ফলে বর্ধিত হবে।	(নীচে দেখুন)	২১,১৯,৩৭,৬৫৫.৮০ টাকা (একুশ কোটি উনিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার ছশো পঞ্চান্ন টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত মতে এবং ৩১.১২.২০২৩ থেকে এবং পরবর্তী সুদ এবং এসভিসি সহ আইনি অন্যান্য তাৎক্ষণিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সমুদয় এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য আপনারা দায়বদ্ধ	২৩.০১.২০২৪	১২.১২.২০২৩

দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তি:

I. সিকিউরিটিজ
ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লিমিট এবং টার্ম লোন
- ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টার্ম লোন সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সুবিধার জন্য প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং অন্যান্য স্থানান্তরযোগ্য স্থায়ী সম্পদের উপর পারি পাসু চার্জ এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টার্ম লোন সুবিধার জন্য ২য় পারি পাসু চার্জ।
- ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টার্ম লোন সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য সুবিধা এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টার্ম লোন সুবিধার জন্য দ্বিতীয় পারি পাসু।

II. **এসভিসি কনসোর্টিয়ামের পক্ষে দায়বদ্ধ/বন্ধক রাখা সুরক্ষিত সম্পদের তালিকা- (এসভিসি ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (দেনা ব্যাঙ্ক), স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক)।**

A. **প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির দায়বদ্ধতা** B. **মজুত এবং ডেটস বুকের দায়বদ্ধতা**

গ.
১. ফ্ল্যাট নং ৯০৩, ১০ম তল, ১০৪৭ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া প্রায় ৯৭.২৬ বর্গ মিটারের সমান এবং গাড়ি পার্কিং স্পেস স্টিল্ট নং ৮৭ এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি., পোখরান রোড নং ২ এর নিকট, গ্রাম - মাজিওয়াদে, তালুকা এবং জেলা থানে - ৪০০ ৬১০ শ্রী সুকুমার ঘোষ এবং শ্রী রাজদীপ সুকুমার ঘোষের মালিকানাধীন।
২. ফ্ল্যাট নং ১০০৩, ১০৪৭ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া ১১ তম তল, প্রায় ৯৭.২৬ বর্গ মিটারের সমান এবং গাড়ি পার্কিং স্পেস স্টিল্ট নং ৮৮ এ-উইং, বিল্ডিং নং ৩, সিদ্ধাচল ফেজ ৬/১, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি., পোখরান রোড নং ২ এর নিকট, গ্রাম - মাজিওয়াদে, তালুকা এবং জেলা থানে - ৪০০ ৬১০ শ্রীমতি মাধুরী ঘোষ এবং শ্রী সৌমদীপ ঘোষের মালিকানাধীন।
৩. ফ্ল্যাট নং ৬০১, ১৩৪৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া পরিমাপের ৭ম তল বিল্ডিং নম্বর ১, পুষ্পমঙ্গল কমপ্লেক্স, পাঁচপাখাড়ি, বাবু শেঠের পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, থানে (পশ্চিম), থানে - ৪০০৬০১ শ্রী সুকুমার ঘোষ এবং শ্রীমতি মাধুরী ঘোষ-এর মালিকানাধীন।
৪. **জমি ও কারখানা ভবনের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল, প্লট নং ডব্লিউ-৮৪-এ, ৮০০ বর্গমিটার পরিমাপ,** অতিরিক্ত অম্বরনাথ শিল্প এস্টেট, গ্রাম - জাম্বিভালি, তালুকা - উল্লাসনগর, থানে - ৪২১ ৫০৬ এবং সেখানে নির্মাণ সহ **মেসার্স নোভাটেক প্রসেস ইক্যুইপমেন্টস প্রা. লি.** এখন **মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.** নামে পরিচিত। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত
উত্তরে - প্লট নং ডব্লিউ - ৮৩ দক্ষিণে - প্লট নং ডব্লিউ ৮৫ পূর্বে - এস্টেট রোড এবং পশ্চিমে - প্লট শেড নং ডব্লিউ-৯৭.
৫. প্লট নং ডব্লিউ - ৮৫-এ ভূমি ও কারখানার বিল্ডিংয়ের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল, ৮০০ বর্গ মিটার বা তার আশেপাশে পরিমাপ করা এবং নির্মিত এলাকা হল ১১২.৫ বর্গমিটার, অতিরিক্ত অম্বরনাথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গ্রাম - জাম্বিভালি, তালুকা - উল্লাসনগর, থানে ৪২১ ৫০৬ মেসার্স নোভাটেক প্রসেস ইকুইপমেন্টস প্রা. লি. এখন **মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.** নামে পরিচিত।
উত্তরে - প্লট নং ডব্লিউ - ৮৪ দক্ষিণে - প্লট নং ডব্লিউ ৮৬ পূর্বে - এমআইডিসি রোড এবং পশ্চিমে - প্লট শেড নং ডব্লিউ-৯৬
৬. প্লট নং ডব্লিউ-৯৬-এ ৮০০ বর্গমিটার, অতিরিক্ত অম্বরনাথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গ্রাম জাম্বিভালি, তালুকা উল্লাসনগর, থানে - ৪২১ ৫০৬-এ জমি ও কারখানার বিল্ডিংয়ের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল মালিকানাধীন নির্মাণ সহ মেসার্স স্পেসটেক প্রসেস ইকুইপমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড এখন মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.নামে পরিচিত। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত
উত্তরে - প্লট নং ডব্লিউ - ৯৭ দক্ষিণে - প্লট নং ডব্লিউ ৯৫ পূর্বে - প্লট নং ডব্লিউ ৮৫ এবং পশ্চিমে - এস্টেট রোড
৭. সমস্ত অংশ এবং সম্পত্তির পার্সেল হল প্লট নং এ-৪০, পরিমাপ ১৬১৯ বর্গ মিটার, তালোজা শিল্প এলাকা, গ্রাম - পেনধার, তালুকা - পানভেল এবং জেলা - রায়গড় - ৪১০ ২০৮ মালিকানাধীন ভবনের কাঠামো সহ **মেসার্স ডরভ প্রসেস ইকুইপমেন্টস প্রা. লি.** এবং নিম্নরূপ আবদ্ধ
উত্তর পশ্চিমে - এস্টেট রোড, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে - এমআইডিসি বাউন্ডারি, উত্তর-পূর্ব দিকে - প্লট নং এ-৩৯ এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্লট নং এ-৪১
৮. জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল সম্পত্তি পরিমাপক

ক্রম নং	বিবরণাদি	ক্রম নং	বিবরণাদি
১.	ডাঙ্গা ৪৩ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ১১৬১, এলআর দাগ নং ২২৪৫	২.	শালি ৩৮ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৬২, এলআর দাগ নং ২২৪৪
৩.	শালি ৩৬ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ১১৬৮, এলআর দাগ নং ২২৩৫	৪.	শালি ৩০ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৬৯, এলআর দাগ নং ২২৫৮;
৫.	শালি ১৫ ডেসিমেল , আরএস দাগ নং ১১৭০, এলআর দাগ নং ২২৫৭/৩১৭৮	৬.	শালি ২৬ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৭৩, এলআর দাগ নং ২২৫৫;
৭.	শালি ১৭ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ১১৭২, এলআর দাগ নং ২২৫৬	৮.	শালি ৭০ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৭১ এলআর দাগ নং ২২৫৯
৯.	বাস্তু ১৯ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১১৭৭,এলআর দাগ নং ২২৫৪	১০.	পুকুর ৩২.৫০ ডেসিমেল - ৬৫ ডেসিমেল থেকে, আরএস দাগ নং ১১৮১, এলআর দাগ নং ২২৩৪ এবং
১১.	পুকুর ৮০.৫০ ডেসিমেল- ০২ একর ৬১ ডেসিমেল থেকে আরএস দাগ নং ১১৮২, এলআর দাগ নং ২২৫৩, ২২৩৩, জমি মোট ৩.০৭ ডেসিমেল		

১০০ বর্গফুট টাইল শেড নির্মাণ এবং ভবন নির্মাণ তদন্তিত এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, ভাটপাড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩২ অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআরও, নৈহাটি, হাবালি শহর পরগনা, মৌজা :মাদরেল, সম্পত্তি সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বার্থ অধীনে রায়ত হিসেবে সম্পত্তির স্বত্ব এবং অধিকার এবং দখল সমন্বিত জেএল নং ২, আর এস নং ১৪, তৌজি নং ১১৯৩, স্বত্বাধিকারী **শ্রী সুকুমার ঘোষ।**

৯. জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর থানা : শালবনি, মৌজা :নিশ্চিন্তপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১২৯। জেএল নং ৫১৬, আরএস খতিয়ান নং ৫৫:

ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া
১	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৮	০.২৩০০ একর	২	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৪	১.৪৭০০ একর
মোট	১.৭০০০ একর				

জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর থানা : শালবনি, মৌজা : নিশ্চিন্তপুর, পশ্চিমবঙ্গ : ৭২১১২৯,জেএল নং ৫১৬, আরএস খতিয়ান নং ৪, ২৮, এলআর খতিয়ান নং ৫২:

ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া
১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫	০.৫১০০ একর	২.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬	০.১৫০০ একর	৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭	০.০২০০ একর
৪	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৮	০.১০০০ একর	৫.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯	০.০১০০ একর	৬.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১২	০.১৬০০ একর
৭.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪	০.৩২০০ একর	৮.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৫	০.১০০ একর	৯.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৯	০.১২০০ একর
১০.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২০	০.১২০০ একর	১১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২২	০.০৭০০ একর	১২.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৩	০.১২০০ একর
১৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৯	০.১০০০ একর	১৪.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৩	০.৩০০০ একর	১৫.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪২	০.১২০০ একর
১৬.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩/৮৭	০.১০০০ একর	১৭.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৮৮	০.০৮০০ একর	১৮.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৭/৯১	০.০৯০০ একর
১৯.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯২	০.৫৫০০ একর	২০.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৫	০.৩০০০ একর	২১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৬	০.২৬০০ একর
২২.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৭	০.৩৩০০ একর	২৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/১০০	০.১২০০ একর	মোট	২.৪৮০০ একর	

জেলা :পশ্চিম মেদিনীপুর থানা : শালবনি, মৌজা : নিশ্চিন্তপুর, পশ্চিমবঙ্গ, জেএল নং ৫১৬, আরএস খতিয়ান নং ৪, ২৮, ২৯, এলআর খতিয়ান নং ৪৮ :

ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া
১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪	০.০১০০ একর	২.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১০	০.১০০ একর	৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১১	০.১৩০০ একর
৪	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৩	০.০১০০ একর	৫.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৬	০.১২০০ একর	৬.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৭	০.০২০০ একর
৭.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৮	০.০৫০০ একর	৮.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২১	০.০২০০ একর	৯.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৪	০.০২০০ একর
১০.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৫	০.০২০০ একর	১১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৬	০.০৭০০ একর	১২.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৮	০.০২০০ একর
১৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৯	০.০২০০ একর	১৪.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩০	০.০৩০০ একর	১৫.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩১	০.০২০০ একর
১৬.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩২	০.০২০০ একর	১৭.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৪	০.০৫০০ একর	১৮.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৫	০.০৫০০ একর
১৯.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৬	০.০৩০০ একর	২০.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৭	০.০৭০০ একর	২১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৯	০.০২০০ একর
২২.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪০	০.০৪০০ একর	২৩.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪১	০.১১০০ একর	২৪.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৩	০.০৪০০ একর
২৫.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৪	০.০৪০০ একর	২৬.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৫	০.০৪০০ একর	২৭.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৬	০.০৪০০ একর
২৮.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৭	০.৩২০০ একর	২৯	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৮	০.০৪০০ একর	৩০.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/১৬১	০.২৫০০ একর
মোট	১.৮৭০০ একর							

জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা : শালবনি, মৌজা : নিশ্চিন্তপুর, পশ্চিমবঙ্গ, জেএল নং ৫১৬, আরএস খতিয়ান নং ২৯, এলআর খতিয়ান নং ৫০/১ :

ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া	ক্রম নং	প্লট নং	এরিয়া
১.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৮	০.০৮০০ একর	২	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৯	০.০৭০০ একর	৩	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৮	০.৩৬০০ একর
৪.	আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫০/৯৯	০.১৯০০ একর	মোট	০.৭০০০ একর				

মোট এরিয়া : ৬.৭৫০০ একর — মেসার্স নোভাটেক প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.-এর সকল নির্মাণ/বিল্ডিং/গঠনকৃত ফ্যাক্টরি শেড/সকল গঠনকৃত নির্মাণ সহ স্বত্বাধীনে

উল্লিখিত টেবলে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট যুগ্ম নথির ভিত্তিতে আপনাদের দ্বারা যথাযথভাবে সম্পাদিত প্রয়োজনীয় বন্ধক এবং জামিন নথি সংশ্লিষ্ট এসভিসি কনসোর্টিয়াম এর অনুকূলে দায়বদ্ধ/ধার্য হয়েছে। ব্যাঙ্ক আপনাদের সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (১৩ অধীনে) অবগত করা হচ্ছে এই নোটিশ পাওয়ার পর বিক্রয়, লিজ বা অন্যভাবে বা তৃতীয়পক্ষের স্বার্থে(সংশ্লিষ্ট সাধারণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ব্যতীত) উক্ত সম্পত্তি / সম্পদ হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে হবে ব্যাঙ্কের আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত।
উক্ত প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (২) অধীনে নোটিশ মারফত আপনাদের সকলকে উল্লিখিত টেবলে বর্ণিত মতে বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি বিক্রি করে বা উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপদারা (৪) অধীনে আপনাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত আদালতে/কর্তৃপক্ষ এবং ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল সহ।
অনুগ্রহ করে আরও অবগত হোন ২০০২ সালের সারফেসি আইনেরর ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করে জামিনদত্ত সম্পত্তি /সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ব্যাঙ্কের নাম এবং ঠিকানা	ক্রম নং	ব্যাঙ্কের নাম এবং ঠিকানা
১	**এসভিসি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.** - খোপাত ব্রাঞ্চ, শপ নং ৩, ৪, ৫ এবং ১০১, বিউটি আর্কেড, কোলবাদ ক্রস রোড, খোপাত, থানে (প)-৪০০৬০২	২	**স্ট্যান্ডার্ড চ্যাটার্ড ব্যাঙ্ক** - কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কিং, ক্রিসেনজো ৭ম তল, সি-৩৮/৩৯, জি-ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বই - ৪০০০৫১
৩	**ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (বিওবি) পূর্বে দেনা ব্যাঙ্ক :** ঘোড়বুন্দের রোড ব্রাঞ্চ, চরণামৃত সিএইচএসএল শপ নং ২, ২এ এবং ৩, সুরজ ওয়াটার পার্কের নিকট, থানে পশ্চিম - ৪০০৬০৭	৪	**অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.** - রেজিস্টার্ড অফিস - "ত্রিশূল", ৪র্থ তল, সমরেশ্বর মন্দিরের বিপরীতে, ল গার্ডেন, এলিস ব্রিজ, আহমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৬ এবং/বা শাখা অফিস ১, শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, এসএমই ডিপার্টমেন্ট, এসি মার্কেট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

তারিখ : ২০.০২.২০২৪
স্থান : মুম্বই

আপনাদের বিশ্বস্ত
শ্রীমতি মেঘা এস মাঝগাঁওকার
সিনিয়র ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
লিগ্যাল এবং রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
এসভিসি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লি.

ইচ্ছেশক্তির জোরেই হুইল চেয়ারে বসে উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষা দিচ্ছে আরামবাগের ছাত্র জিৎ

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: ইচ্ছেশক্তির জোরেই উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষা দিচ্ছে আরামবাগের ছেলে জিৎ মণ্ডল। সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে শুধু মনের জোর নিয়েই এ বারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে আরামবাগ মহকুমার গোঘাটে পরীক্ষার্থী জিৎ মণ্ডল। বাইক দুর্ঘটনায় পায়ে মারাত্মক চোট পায় সে। তাই বাধ্য হয়ে হুইল চেয়ারে বসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে সে। জানা গেছে ছোটবেলায় মাত্র তিন বছর বয়সে বাইক দুর্ঘটনায় বাবাকে হারিয়েছেন। নিজেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জিৎ। ক্ষতি হয়েছে স্পাইনাল কর্ড। আজও পায়ে দাঁড়াতে পারেনি।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় বড় কোনও জায়গায় চিকিৎসা করানোর সুযোগও হয়ে ওঠেনি। যার ফলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন হয়ে পড়ে জিৎ। সংসারের অভাব থাকলেও ছেলের স্বপ্ন পূরণ করাতে মা ও মামারা জিৎকে পড়াশোনা করাচ্ছেন। সে হুগলির গোঘাটের সাতবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। বাড়ি কামারপুকুরের মধুবাটি। এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে গোঘাট হাইস্কুলে। এই বিষয়ে জিৎ এর মা জানায়, ছেলের লড়াই আজ আমাদের লড়াই হয়ে উঠেছে। সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে ছেলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে, এটাই সবচেয়ে বড় গর্ব। অপরদিকে পরীক্ষা দিতে এসে জিৎ বলেন, ছোট বেলায় ঠিকই ছিলাম। ২০০৯ সালে গোঘাটের বালিবেলা এলাকায় বাইক দুর্ঘটনা হয়। বয়স তখন তিন বছর। বাবাকে তখন হারিয়ে ছিলাম। কিন্তু মনের জোর নিয়ে পড়াশোনা করে আজ হুইল চেয়ারে বসে পরীক্ষা দিচ্ছি। সবমিলিয়ে তাঁর ইচ্ছা শক্তিকে কুর্নিশ জানায় গোঘাটবাসী।

সাঁকরাইলে ব্লকের বিভিন্ন সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা পেতে যাতে শ্রমিকদের কোনও অসুবিধার মুখে পড়তে না হয় তার জন্য রাজ্যজুড়ে সহায়তা শিবির শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওই শিবির চলবে। শুক্রবার দলের সাংসদ-বিধায়ক ও ব্লক সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠকে এমন নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঠিক সেই মতো ঝাড়গ্রামেও শুরু হয়েছে সহায়তা কেন্দ্র। সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরী, নেকড়াশুলি, বাকড়া, কেশিয়াপাতা, রোহিনী, চুনপাড়া, ধানঘোরী সহ একাধিক এলাকায় এদিন ১০০ দিনের কাজের টাকার সহায়তা কেন্দ্র করা হয়েছে। এবং এই সমস্ত সহায়তা কেন্দ্রে এদিন তরকদারি করেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো। এদিন তিনি এলাকার সহায়তা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং ১০০ দিনের খেটে খাওয়া বঞ্চিত সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন। জঙ্গলমহলের মানুষদের যাতে দ্রুত সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় তার জন্য এই সহায়তা কেন্দ্র নামের তালিকা করা হচ্ছে। সহায়তা শিবির করে প্রকৃত বঞ্চিতদের নামের তালিকা তৈরি করে তা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হবে। এদিনের এই সহায়তা কেন্দ্র থেকে ১০০ দিনের বহু শ্রমিকদের নামের তালিকা নেওয়া হয়। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন সাঁকরাইল ব্লকের তৃণমূলের সহ সভাপতি অনুপ মাহাতো, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

জেলায় ১৫৮টি প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: রাজ্য গ্রামন্নোয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় উত্তর ২৪ জেলার ১৫৮ টা প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন গ্রামন্নোয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না। সোমবার বারাসাত রবীন্দ্র ভবনে হওয়া এই অনুষ্ঠানে বেচারাম মান্না ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, সহ সভাধিপতি বীণা মণ্ডল, কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বিধায়ক রফিকুর রহমান সহ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। মন্ত্রী জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জন্য ১৫৮টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হল। এই প্রকল্পের আনুমানিক খরচ ২২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। এর ফলে উত্তর ২৪ পরগনার মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। নারায়ণ গোস্বামী বলেন, আমাদের জেলা আয়তনে ও লোকসংখ্যায় দেশের মধ্যে অন্যতম। ফলে এই প্রকল্পগুলির রূপায়ন হলে আমাদের জেলা আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। রাস্তা, ড্রেন সহ একাধিক কাজ হবে ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হবে। নারায়ণ আরও বলেন, পথশ্রী শুরুর সময় অনেকেই ভেবেছিলেন টাকা কোথা থেকে আসবে। আসলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন তা করে দেখান। তার ফলই পথশ্রী বাস্তবায়িত হতে চলেছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ সব সম্পূর্ণ হয়ে গেলে গ্রামীণ এলাকার মানুষ বিশেষ উপকৃত হবেন।

বিধায়ক কাঞ্চন ও টেলি শিল্পী শ্রীময়ীর আইনি বিয়ে সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বহু প্রতীক্ষার পর উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টরাজের বিয়ে সম্পন্ন হল। তাঁদের বিয়ে হয়েছে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে তে অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর দিন। আগামী ৬ মার্চ কাঞ্চন একটি অনুষ্ঠান করবেন বলে জানা গিয়েছে। নিমন্ত্রণ করা শুরু হয়েছে বলে খবর। অনেকদিন ধরেই কাঞ্চন ও শ্রীময়ীকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছিল। এটা অনেকেই বলছিলেন, গত জানুয়ারি মাসে কাঞ্চন ও তাঁর স্ত্রী পিংকি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তারপর এই আইনি মতে উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন ও টিভি সিরিয়াল শিল্পী শ্রীময়ী চট্টরাজের বিয়ে সম্পন্ন হল। দু'জনের একসঙ্গে ঘোরাঘুরি নিয়ে স্ত্রী পিংকির সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে বলে দাবি। শ্রীময়ীর সঙ্গে কাঞ্চনের যোগাযোগ ১০ বছরেরও বেশি বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে শ্রীময়ী ও কাঞ্চন একসঙ্গে বেড়ানোর ছবি শ্রীময়ী সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়ায়ফলে পিংকির সঙ্গে কাঞ্চনের দূরত্ব বেড়ে যায় বলে দাবি। এরপর কাঞ্চন ছেলের দেখাশোনা করছে না এই অভিযোগ তুলে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেন স্ত্রী পিংকি বন্দ্যোপাধ্যায়।

খানাকুলে আক্রান্ত হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও রাজনৈতিক কারণে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আরামবাগ মহকুমার খানাকুল। এবার আক্রান্ত হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে। অভিযোগ মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে অতর্কিতে মারধরের সম্মুখীন হয় চিংড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান কার্তিক ঈশ্বর। তিনি ১০ বছর ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছে চিংড়ার ঠাকুরানিচক এলাকায়। জানা গেছে এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ ওই প্রাক্তন প্রধান ঠাকুরানিচক এলাকায় আর এক তৃণমূল কর্মী সন্ন্যাসী সাঁতরাকে মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র দিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তারা দু'জন একটি চা দোকানে চা খেতে যান। সেই সময় তাদের উপর

অতর্কিতে আক্রমণ হয়। কয়েকজন মিলে তাদের উপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনায় বিজেপিকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন আক্রান্ত প্রাক্তন প্রধান। বেশ কিছু বিজেপির সক্রিয় কর্মীর নামও উল্লেখ করেছেন তিনি। পরে পুলিশ এসে প্রাক্তন প্রধান কার্তিক ঈশ্বরকে উদ্ধার করে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখান থেকে তাকে আরামবাগে স্থানান্তর করা হয় এবং তার সঙ্গে থাকা সন্ন্যাসী সাঁতরাকে নতিবপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ বিষয়ে কার্তিক ঈশ্বর বলেন, সুস্থ হওয়ার পর হামলাকারী বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। এই বিষয়ে খানাকুল ২ ব্লকের সভাপতি রমেন প্রামাণিক বলেন, বিজেপি ভয় পেয়ে গেছে, তাই এসব কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে। অপরদিকে বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি ও আরামবাগ লোকসভার কনভেনার হেমন্ত বাগ বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, কার্তিক ঈশ্বর ১০ বছর ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান ছিলেন এবং তার স্ত্রীও একই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ছিলেন। সেই সময় সাধারণ মানুষের অনেক টাকা তারা আত্মসাৎ করেছিলেন আর তাই গ্রামবাসীদের জনরোষের মুখে পড়েছেন তিনি। তবে বিজেপির তোলা এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন কার্তিক ঈশ্বর ও তার স্ত্রী দেবিকা ঈশ্বর। সবমিলিয়ে খানাকুল থানার পুলিশ পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করছে।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., আইডিবিআই হাউস,
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ৪৪ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., আইডিবিআই হাউস, ৩য় তল, ৪৪ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ এর ধার্য সাপেক্ষ হবে। জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী দেবাশিস দাস** **সহ-ঋণগ্রহতা - শ্রীমতি সুনীতা দাস**	১) ০৯.০৭.২০২৩ ২) ১৭.০২.২০২৪ ৩) ১৯,১৭,১২১ টাকা ০৯.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং মূল্য সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ডেভেলপারের বন্টন থেকে টাইলস এর মেঝে, পরিমাণ আনুমানিক ৫৬০ বর্গফুট সুপারবিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৩য় তলে, (পূর্বদিকে), দুই বেড রুম,এক কিচেন তথা ডাইনিং এবং এক বাথরুম উক্ত ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দখল উক্ত প্লট এবং চৌহদ্দিতে 'শ্রীকৃষ্ণ ভবন' প্রেমিসেস নং কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৮২আর, রাজা রামমোহন রায় রোড , ডাক ঠিকানা : ১৫৮/৩/২, রাজা রামমোহন রায় রোড, থানা : বেহালা, বরো ১৪, ডিএসআরও -আলিপুর, এজিএসআর বেহালা, মৌজা : মন্ডল পাড়া, জেএল নং ৬, (নতুন জেএল নং ১০৬), আরএস খতিয়ান নং ২৭, এলআর খতিয়ান নং ১০১৩, ১০১৪,আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৫৩, তৌজি নং ৮০, আরএস নং ১৯০, কলকাতা : ৭০০০০৮ ওয়ার্ড নং ১২১,বরো নং ১৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
২	**ঋণগ্রহীতা : শৈবাল ঘোষ** **সহ-ঋণগ্রহতা - দেবলীনা চৌধুরী**	১) ০১.১২.২০২৩ ২) ১৬.০২.২০২৪ ৩) ৬৮,১৮,৯৬৮.০০ টাকা ১০.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং মূল্য সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি৩, কমবেশি ১৪০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর পশ্চিম দিকে পঞ্চম তলে এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস ''সনেট অ্যাপার্টমেন্ট'' ভবনে অবস্থিত জমির পরিমাণ কমবেশি ২০ কাঠা ৮ ছটাক ৩৭ বর্গফুট (১৩ কাঠা ০৭ ছটাক ২৬ বর্গফুট) এলআর দাগ নং ৬৭৯, -০.৩২৫০ ডেসিমেল জমি থেকে এবং ৭ কাঠা ০১ ছটাক ১১ বর্গফুট এলআর দাগ নং ৬৭৬ - ০.২১ ডেসিমেল জমি থেকে এলআর খতিয়ান নং ৫৮৮ মৌজা : ভাতেন্ডা, জেএল নং ২৮, আরএস নং ৫০, তৌজি নং ২৯৯৮, স্থানীয় রাজারহাট বিষ্ণুপুর,১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, ব্লক রাজারহাট, কলকাতা : ৭০০১৩৫, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৭০ ফুট চওড়া সড়ক, **দক্ষিণে :** আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬৭৪ এবং ৬৭৭, **পূর্বে :** আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬৭৭ এবং ৬৭৯ (অংশ), **পশ্চিমে :** আরএস এবং এলআরদাগ নং ৬৭৬ (অংশ) এবং ৬৭৯ (অংশ)।
৩	**ঋণগ্রহীতা : দেবরাজ ব্যানার্জি** **সহ-ঋণগ্রহীতা - বিশাখা ব্যানার্জি**	১) ১৬.০৮.২০২৩ ২) ১৭.০২.২০২৪ ৩) ৩৩,৬১,৩০৮.০০ টাকা ১০.০৯.২০২২ এবং ৩০.০৯.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং মূল্য সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে সমন্বিত বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থ তলে, ব্লক -৫, পরিচিত এবং সংখ্যায়িত ফ্ল্যাট নং ডি, উত্তর-পূর্ব মুখী ''মঞ্জুরি গার্ডেন'' অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তুজমি পূর্বতন 'ডাঙ্গা' বর্তমানে 'বাস্তু' পরিমাণ কমবেশি ৪৩ (তেতাল্লিশ) কাঠা ১২ (বারো) ছটাক ৩১ (একত্রিশ) বর্গফুট, মৌজা- রামচন্দ্রপুর, জেএল নং ৫৮, থানা-সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিস্তারিত নিম্নমতে :-

আর এস খতিয়ান নং	এলআর খতিয়ান নং	আরএস দাগ নং	এলআর দাগ নং	এরিয়া
১০৮	৭৮৯	৮৯২	১০০৩	২০ ডেসিমেল
১৩	৭৮৯	৮৯৪	১০০৫	২৮ ডেসিমেল
১৬৬	৭৮৯	৮৯৫	১০০৬	১৬ ডেসিমেল
১৬৬	৭৮৯	৮৯৬	১০০৭	৯ ডেসিমেল

বা স্থানীয় পরিমাণ মোট এরিয়া ৪৩ কাঠা ১২ ছটাক ৩১ বর্গফুট এবং সমপরিমাণ অবস্থিত বনহুগলি নং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** নিজস্ব চলার পথ, **দক্ষিণে :** দাগ নং ১৫৭২, ৮৯৬, এবং ৮৯১ অংশ, **পূর্বে :** বাইপাশ সড়ক, **পশ্চিমে :** অসিত কুমার পালের সম্পত্তি সমন্বিত, তিন বেড রুম, বারান্দা সহ, এক ডাইনিং/লিভিং এবং টয়লেট এবং সংযুক্ত ডব্লুসি এক কিচেন পরিমাণ ১১৬৬ (এক হাজার একশো ছেষট্টি) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ খোলা কার পার্কিং স্পেস ব্লক -৫, একতলায় পরিমাণ কমবেশি ১২০ (একশো কুড়ি) বর্গফুট ''মঞ্জুরি গার্ডেন'' ভবনে অবস্থিত মৌজা- রামচন্দ্রপুর, জেএল নং ৫৮, থানা-সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

তারিখ : ২০.০২.২০২৪, স্থান - কলকাতা — **স্বা/ অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, ২০০২ সালের (২০০২ -এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাব রুল ৫ এবং ৬ সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন দাবি নোটিশ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
বাঁকুড়া শাখা **ফোন নং : ০৩২৪২-২৫০৮৩২** **ইমেল : bankura.bardhaman@bankofindia.co.in** **অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স জিৎ পলিমার** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **১. শ্রী অরুণ কুন্ডু** **২. শ্রী অভিজিৎ কুন্ডু** **৩. শ্রী শুভজিৎ কুন্ডু** **৪. শ্রী সর্বানীত কুন্ডু** রবীন্দ্র সরণি, পো : বাঁকুড়া -৭২২১০১	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি, নির্মাণ, ভবন সর্বজিৎ কুন্ডু এবং শ্রী অভিজিৎ কুন্ডুর নামে পরিমাণ ৬৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : শঙ্করহাটি, থানা এবং জেলা : বাঁকুড়া, সানবাঁধা জিপি অধীন, জেএল নং ২০৩, এলআর খতিয়ান নং ১১০, ১০৩, ২১, ২২২ এলআর প্লট নং ১০৭, ১০৮, ১০৭/৩৪০ এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনার দায়বদ্ধ।	**২২০৩৭৭৬৮.৩৩ টাকা** ২৭.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১. ১৭.০৮.২০২৩ ২. ১১.১২.২০২৩	১. ২,৪৯,৪৮,০০০.০০ টাকা ২. ২৫,০০,০০০.০০ টাকা ৩. ৫০,০০০.০০ টাকা
ধাত্রীগ্রাম শাখা **ফোন : ০৩৪৫৪-২৭০২২৪** **ইমেল : dhatrigram.bardhaman@bankofindia.co.in** **অ্যাকাউন্ট নাম : সলমন শেখ** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **১. সলমন শেখ** পিতা আবদুল সালাম শেখ,অনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম এবং পো : অনুখাল, থানা : কালনা, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১২২।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : অনুখাল, জেএল নং ১০৪, এলআর প্লট নং ৪৪৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫৭, জমির শ্রেণি : বাস্তু, এরিয়া : ৪.০০ ডেসিমেল/ ১৭৪৫.৪৪ বর্গফুট/২.৪২ খাতা, একতলা এরিয়া ১১২০ বর্গফুট দ্বিতীয় তল এরিয়া, অনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,গ্রাম এবং পো অনুখাল, থানা : কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১২২।	**১৩,৪৬,৪৭১.৯১ টাকা** ২৯.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১. ৩১.০৭.২০২৩ ২. ০৭.১২.২০২৩	১. ২৬,১৮,০০০.০০ টাকা ২. ২,৭০,০০০.০০ টাকা ৩. ২৫,০০০.০০ টাকা
জামুরিয়া শাখা **ফোন : ০৩৪১-২৪৫৫৩৫৪** **ইমেল : jamuria.bardhaman@bankofindia.co.in** **অ্যাকাউন্ট নাম : সদর আলম** **ঋণগ্রহীতা :-** **১. সদর আলম** আম্বেদকার রোড, মুসলিমপাড়া, দিলদার নগর, আসানসোল-৭১৩৩০৩।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের জমি এবং ভবন, সদর আলম এর নামে, জেএল নং ২০, খতিয়ান নং : ৪০৯৩, দাগ নং ৩০১৩২, থানা : আসানসোল দক্ষিণ, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান ।	**২৮,৭৩,৯১৯.৫৮ টাকা** ২৯.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১. ০৮.০৮.২০২৩ ২. ০৬.১২.২০২৩	১. ২১,১৫,০০০.০০ টাকা ২. ২,২০,০০০.০০ টাকা ৩. ২৫,০০০.০০ টাকা
রায়ান খাশা **ফোন নং : ০৩৪২-২৬২৫১৫১** **ইমেল: rayan.bardhaman@bankofindia.co.in** **অ্যাকাউন্ট নাম : স্বপন কুমার দে** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **১. স্বপন কুমার দে** বড় নীলপুর উত্তরপাড়া বর্ধমান শ্রীপল্লি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০৩।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট স্বপন কুমার দে পিতা তপন কুমার দে এবং শ্রীমতি পল্লবী দাস দে এর নামে, অবস্থিত আরএস প্লট নং ৮১২, এলআর প্লট নং ১৬৯৬, আরএস খতিয়ান নং ৪০ এবং ৩৭৯, এলআর খতিয়ান নং ৮২৬৯, ৮২৭০, ৮২৭১, মৌজা : নারি, জেএল নং ৭০, থানা এবং জেলা : বর্ধমান, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,পরিমাণ মোট এরিয়ার ৪২৮৭.৪৯ বর্গফুট বাস্তু জমি, একটি বসবাসের ফ্ল্যাট ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং -সি -জি-৪ তলা বসবাসের ভবনে 'ঘর বাহির' নামে অ্যাপার্টমেন্ট,সুপার বিল্ট আপ এরিয়া-৭৯১.২৫ বর্গফুট। কালনা রোড, থানা : বর্ধমান সদর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান পব- ৭১৩১০১।	**৩৬,৮৬,০৯১.৪৪ টাকা** ৩০.১২.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১. ২৫.০১.২০২২ ২. ১৩.১০.২০২২	১. ১৯,৫২,০০০.০০ টাকা ২. ২,০০,০০০.০০ টাকা ৩. ২৫,০০০.০০ টাকা
আপকার গার্ডেন শাখা **ফোন নং : ০৩৪১-২২৫০০৯৮** **ইমেল : apcargarden.bardhaman@bankofindia.co.in** **অ্যাকাউন্ট নাম : করুণেশ কুমার তিওয়ারি** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **১. কুরণেশ কুমার তিওয়ারি** ৫/১৩/১ এক তলা, কল্যাণপুর হাউসিং এস্টেট, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩০৫।	আইনি বন্ধকদত্ত বসবাসের সম্পত্তি করুণেশ কুমার তিওয়ারি, অবস্থিত জমির পরিমাণ ৩.০ কাঠা (২১৬০ বর্গফুট বা ৫.০ ডেসিমেল), আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬০৬, আরএস খতিয়ান নং ৮১, এলআর খতিয়ান নং ১৪৩৮, জেএল নং ৩২, বাস্তু জমি। উত্তরে : অভয় এবং শ্রধা সুমন এর জমি, দক্ষিণে : রাজেশ কুমার ঝা এর জমি, পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক,পশ্চিমে : রাজেশ কুমার ঝা এর জমি। মৌজা : কন্যাপুর পাঁচগাছিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, আনন্দম রেসিডেন্সি আসানসোল, গোরাংদি,পশ্চিম বর্ধমান -৭১৩৩৩৪, পশ্চিমবঙ্গ , নুনি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।	**২৩,২১,১০৩.৯৭ টাকা** ১৮.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১. ০১.১০.২০২৩ ২. ০৬.০১.২০২৪	১. ১২,১১,০০০.০০ টাকা ২. ১,২২,০০০.০০ টাকা ৩. ২৫,০০০.০০ টাকা
কালারা শাখা **ফোন : ০৩৪৫১-২৮৭২০৩** **ইমেল : kalara.bardhaman@bankofindia.co.in** **অ্যাকাউন্ট নাম : ইয়ামিন মল্লিক** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **১. ইয়ামিন মল্লিক** গ্রাম : মাঠনসিপুর, পো : বেরুগ্রাম জামালপুর , পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৪০৮।	আইনি বন্ধকদত্ত বসবাসের সম্পত্তি ইয়ামিন মল্লিকের নামে অবস্থিত মৌজা : বলরামপুর, জেএল নং ৩৩, থানা : জামালপুর, এলআর খতিয়ান নং ২০৩৩ প্লট নং ১২২১, জমির শ্রেণি : বাস্তু, এরিয়া : ০.০৮ একর, জেলা : বর্ধমান (পূ) পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল দ্বারা: ১-৪৩৪-২০১৬ সালের।	**৬,১২,৮৬৯.৬৩ টাকা** ২৮.০১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১. ০৮.০৩.২০২৩ ২. ২২.০৮.২০২৩	১. ৭,৭৭,০০০.০০ টাকা ২. ৭৮,০০০.০০ টাকা ৩. ২৫,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল ''অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi.index.jsp -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৭.০৩.২০২৪ বেলা ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে।** এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। **ডাকদাতারা ২৫,০০০.০০ টাকা বা ৫০,০০০.০০ টাকার গুণিতকে তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ০৪.০৩.২০২৪ এবং ১৫.০৩.২০২৪ তারিখ বেলা ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে দেখতে পারেন।**
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp -এ তাঁদের নাম রেজিষ্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা আদিত্য কুমার (+৯১৭৯৭৯৭৮৫০৮৮) -এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ **''যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'', ''যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে'' এবং ''কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে''** বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় (যেসব সম্পত্তি প্রতীকী দখল আছে তার ক্ষেত্রে) তার খরচ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে বিড জমা দেওয়ার আগে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া এবং কোন বিলম্ব, মূল্য এবং/অথবা কোনও আইনি জটিলতা যা বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় দেখা দিতে পারে (যেসকল সম্পত্তি প্রতীকী দখলে আছে তার ক্ষেত্রে)।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) মেসার্স এমএসটিসি দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টার মধ্যে।**
(৮) **সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।**
(৯) **দর/ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের ১৫তম দিনে বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।**
(১০) **সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।**
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার/বন্ধকদাতাদের জন্য ত্রিশ/পনেরো দিনের নোটিশ।

তারিখ: ২০.০২.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২৬.০৩.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স এ এস এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বা : সাকিল আহমেদ মিঞা** গ্রাম : নওদা দুর্গাপুর, পো চাকদহ, থানা : চাকদহ, জেলা :নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২, পব। **২. সাকিল আহমেদ মিঞা** **(ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা)** পিতা সাহাদুল মিঞা গ্রাম : নওদা দুর্গাপুর, পো চাকদহ, থানা : চাকদহ, জেলা :নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২, পব। **খ) সিমুরালি শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন জমিস্থিত আনুমানিক ০.২৫৬৭ ডেসিমেল (১১২ বর্গফুট) সাকিল আহমেদ মিঞা, পিতা সাহাদুল মিঞা নামে) অবস্থিত জেএল নং ৩৫, মৌজা : পালপাড়া, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪৫, আরএস খতিয়ান নং ১০৭, এলআর খতিয়ান নং ২৮০০, চাকদহ পুরসভা অধীন, সুখসাগর রোড, সারডাঙ্গা মোড়, পো চাকদহ, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২, এডিএসআরও - চাকদহ, দাল দলিল নং ৬৯০৪/ ২০১৮-২০১৮ সালের তারিখ ১৮.০৯.২০১৮ রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআরও - নদিয়া, বুক নং ১, ভলুম নং ১৩০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ১২৩৯৯১ থেকে ১২৪০০৬, চৌহদ্দি : উত্তরে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : কল্পনা রানি সমাজদারের দোকান, পূর্বে : কল্পনা রানি সমাজদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সুখসাগর রোড।	**১৭,৬৬,৪৯১.৪২ টাকা** (সতের লাখ ছেষট্টি হাজার চারশ একানব্বই টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই = ১৪,৯০,৬৩৪.২০ টাকা + ২,৭৫,৮৫৭.২২ টাকা) **১৬.০২.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ৯.০৮ লাখ টাকা (*)** (নয় লাখ আট হাজার টাকা) **খ) ০.৯১ লাখ টাকা** (একানব্বই হাজার টাকা) **গ) ২০,০০০.০০** (কুড়ি হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB30272934185** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২.	**ক) ১. প্রয়াত সুহাস চক্রবর্তীর এস্টেট (প্রয়াত ২৪.০১.২০২৩ তারিখে) (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) আইনি উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী :** **ক) শ্রীমতি চন্দ্রানী চক্রবর্তী** স্বামী প্রয়াত সুহাস চক্রবর্তী। **খ) শ্রী শুভম চক্রবর্তী,** পিতা প্রয়াত সুহাস চক্রবর্তী, **উভয়ের ঠিকানা :** ৭ নং মনীন্দ্রনগর, গ্রাম : মনীন্দ্রনগর, পো কাশিমবাজার রাজ,থানা : বহরমপুর, জেলা :মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১০২। **২. জামিনদাতা :** **শ্রীমতি চন্দ্রানী চক্রবর্তী** স্বামী প্রয়াত সুহাস চক্রবর্তী ৭ নং মনীন্দ্রনগর, গ্রাম : মনীন্দ্রনগর, পো কাশিমবাজার রাজ, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১০২। **খ) বাগুঞ্জেতিয়া শাখা ।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ শ্রেণি ভিটা জমি পরিমাণ আনুমানিক ৩.৩০ ডেসিমেল এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন, জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : বহরমপুর, পো : কাশিমবাজার রাজ, মৌজা : কাশিমবাজার,জেএল নং : ১০২, খতিয়ান নং এলআর ৬৮৮৫, প্লট নং এলআর ২৩৫৯, এসআরও : বহরমপুর, মনীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, শ্রী সুহাস চক্রবর্তীর নামে, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৬২৯১, সম্পাদিত ২৬.০৫.২০১১ তারিখে এবং রেজিস্ট্রিকৃত ২৭.০৫.২০১১ তারিখে এডিএসআর-বহরমপুরে, জেলা মুর্শিদাবাদ, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ২৭৩১ থেকে ২৭৪১। চৌহদ্দি : উত্তরে : হাতে আঁকা প্লট নং ২৬, দক্ষিণে : হাতে আঁকা প্লট নং ৪২, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক।	**৯,৪৮,৩৮৪.৩০ টাকা** (নয় লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশ চুরাশি টাকা এবং তিরিশ পয়সা) টাকা (বিবি + এমওআই = ৮,৮৩,৬২৮.০০ টাকা + ৬৪,৭৫৬.৩০ টাকা) **১৮.০২.২০২৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ২০.৩৫ লাখ টাকা (*)** (কুড়ি লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) **খ) ২.০৪ লাখ টাকা** (দুই লাখ চার হাজার টাকা) **গ) ২০,০০০.০০** (কুড়ি হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB10968556509** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৬.০৩.২০২৪; সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ''১৮০০১০২৫০২৬'' এবং ''০১১-৪১১০ ৬১৩১'' যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইন উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৯.০২.২০২৪
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আধার বাতিলে কলেজে রেজিস্ট্রেশন না হওয়ায় পরীক্ষায় বসা নিয়ে সংশয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আধার কার্ড বাতিল হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন কাঁকসার ১১ মাইলের বাসিন্দা আশা বিশ্বাস। গত দু'দিন আগে তাঁর কাছে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে তাঁর আধার কার্ড বাতিলের চিঠি আসে।

আশা বিশ্বাস বীরভূমের ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া। আধার কার্ড বাতিল হওয়ায় তিনি পরীক্ষায় বসার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারছেন না বলে অভিযোগ। হঠাৎ করে আধার কার্ড বাতিল হওয়ায় এবং কলেজে রেজিস্ট্রেশন না করতে পারায় তাঁর পরীক্ষায় বসা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সোমবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য। তিনি ওই ছাত্রীর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

কাঁকসা বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাবাস্‌সুম খাতুন জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তাঁরা অভিযোগ পেয়েছেন। বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১১ মাইল এলাকায় ১১ জনের আধার কার্ড বাতিল হওয়ার খবর এসেছে। তবে ওই ছাত্রী যাতে পরীক্ষায় বসতে পারেন, তার জন্য কাঁকসার বিডিওর সঙ্গে কথা বলে প্রশাসনিক ভাবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

অপরদিকে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন কেন্দ্র সরকার চিরকাল রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা করে আসছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের শাসকদলের নেতা মন্ত্রীদের হ্যারাসমেন্ট করার পর এবার রাজ্যের মানুষকে সমস্যায় ফেলতে আধার কার্ড বাতিল করা শুরু করেছে, যাতে মানুষ ভোট দিতে যেতে না পারে।

তাঁর অভিযোগ, বিগত দিনে মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা অংশ বিজেপিকে সমর্থন করার পর বর্তমানে যখন তারা বিজেপির বিরোধিতায় নেমেছে, ঠিক তখনই বেশিরভাগ ওই সম্প্রদায়ের মানুষদের বাড়িতে আধার কার্ড বাতিলের চিঠি পাঠাচ্ছে। এই আশঙ্কা আগে থেকেই করা হয়েছিল এবং সেই আশঙ্কা সত্যি হল। আশা বিশ্বাস নামের যে ছাত্রীর আধার কার্ড বাতিল হয়েছে, তাঁর আধার কার্ড বাতিল হওয়ার কারণে মোবাইলে ওটিপি না আসার কারণে ফর্ম ফিলাপ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। যার কারণে ভবিষ্যতে তিনি পরীক্ষায় বসতে পারবেন কিনা সেই নিয়ে গোটা পরিবার চিন্তায় পড়েছে। তার আশঙ্কা, কেন্দ্র সরকার আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যায় এই ধরনের হ্যারাসমেন্ট মানুষকে করতে থাকবে। তবে তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে মানুষকে বিপদে ফেলতে ও মানুষ যাতে ভোট দিতে না পারে সেই কারণে তাদের আধার কার্ড বাতিল করা শুরু করেছে কেন্দ্র সরকার। মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহ প্রকাশ করার পরই একের পর এক জেলা থেকে একাধিক জনের আধার কার্ড বাতিলের চিঠি পৌঁছয়। গত কয়েকদিন আগে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে ৬০ জনের আধার কার্ড বাতিল হওয়ায় সেখানকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এরপরেই আধার কার্ড বাতিলের খবর আসে কাঁকসা ব্লকের ১১ মাইলে।

জেলা পুলিশের গ্রিন করিডরে কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: আবারও বর্ধমান জেলা পুলিশের মহিলা থানার পক্ষ তৎপরতা দেখা গেল সোমবার।

সোমবার উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা ছিল। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও পূর্ব বর্ধমান জেলার মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস পরীক্ষা শুরুর অনেক আগেই বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধের বিষয়ে নজরদারির জন্য পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় বিবেকানন্দ স্কুলের সামনে লক্ষ্য করেন এক পরীক্ষার্থী কান্নাকাটি শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক কবিতা দাস তাকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারেন, ওই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর নাম শ্রেয়া দত্ত ভারত সেবাশ্রম সংঘ এলাকা লাগোয়া জায়গার বাসিন্দা।

তার মায়ের সঙ্গে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিল। কিন্তু অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছিল এবং যেটা আনতে গেলে যদি টোটোতে করেও যেত তাও সঠিক সময় পৌঁছতে পারত না কারণ রাস্তার মধ্যে যানজট লেগে থাকে। কবিতা দেবী এই খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ গ্রিন করিডর করে ওই ছাত্রীটিকে নিয়ে পুলিশের গাড়িতে তার বাড়িতে গিয়ে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে সঠিক সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে দেন।

জানা যায়, তার পরীক্ষা কেন্দ্র বিবেকানন্দ বালিকা বিদ্যালয় এবং তার স্কুল ইছালাবাদ বালিকা বিদ্যালয়। এই বিষয়ে ওই ছাত্রীর মা জানান, এদিন মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস মহাশয়ার মানবিক উদ্যোগেই তার মেয়ে সঠিক সময়ে পরীক্ষা দিতে পেরেছে। তার জন্য জেলা পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

উত্তরপাড়ায় প্রবীণদের মিলন মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বাঘাযতীন ক্লাবের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ ঘোষের উদ্যোগে প্রবীণদের মিলনমেলা। এই মিলনমেলাকে কেন্দ্র করে প্রচুর প্রবীণরা উপস্থিত ছিলেন অনেকদিন পর একে অপরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং তাঁরা মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করেন। এই মিলনমেলায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব পুরসভার সিআইসি তথা উত্তরপাড়া কোতরং টাউন তৃণমুল কংগ্রেস সভাপতি ও বাঘাযতীন ক্লাবের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, তাঁরাও তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করলেন সবাই একসঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটালেন। এই প্রসঙ্গে পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, 'খুব ভালো লাগছে, এখন আর এসব খুব একটা কোথাও দেখা যায় না ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে (পবাদা) ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখন বয়সে প্রবীণরা খুব একটা বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন না ইচ্ছা থাকলেও কারণ বাড়ির একটা নিষেধাজ্ঞা থাকে। এই সময় এখানে এসে তাঁরা দুটো মনের কথা বলতে পারেন। একে অপরের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর দেখা হয় এই বাঘাযতীন ক্লাব সারা বছর অনেক সামাজিক কাজ করেন তাঁরা। প্রয়াত বিকে ঘোষের নামে কয়েকদিন আগে অনেক দুঃস্থ মানুষকে চশমা দিয়েছেন, রক্তদান, চিকিৎসা শিবির হয়। এটাও একটা বড় অঙ্গ আগামী দিনেও এটা দেখব। খুব ভালো লাগছে। একসঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ সারলেন তাঁরাও খুব আনন্দ পেলেন আমাদেরও আনন্দ লাগল।' ক্লাবের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ ঘোষ জানালেন, 'এবার আট বছরের পড়ল প্রবীণদের মিলনমেলা এখন তারা খুব একটা বেরতে পারেন না দীর্ঘদিন পর একে অপরকে দেখে তারা মনের কথা বললেন মনে হল একটু অক্সিজেন পেলেন। আমরাও কথা বললাম আমাদেরও একটু আনন্দ হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায় আমরা সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে আছি এবার অষ্টম বর্ষ আগামী দিনেও আমরা এটা করে যাব তাঁরাও খুব আনন্দ পেলেন আমরাও খুব আনন্দ পেলাম।'

মেয়াদ উত্তীর্ণ আটা বিলির অভিযোগে রেশন দোকানে বিক্ষোভ গ্রাহকদের

নিজস্ব প্রতিবেদ, বাঁকুড়া: সরকারি রেশন দোকান থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী বিলির অভিযোগ উঠল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের হাজরা পাড়ার একটি রেশন দোকানের বিরুদ্ধে। মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী কীভাবে ওই দোকান থেকে দেওয়া হচ্ছে, প্রশ্ন তুলে আজ, সোমবার গ্রাহকদের বিক্ষোভ আছড়ে পড়ে ওই রেশন দোকানে। অভিযুক্ত রেশন ডিলারের ছেলে কার্যত অভিযোগের কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন।

রেশন দোকান থেকে বিতরণ করা সামগ্রীর মান ও পরিমাণ নিয়ে গ্রাহকদের মতামত সংগ্রহ করতে সম্প্রতি উপভোক্তা সমীক্ষা চালাচ্ছে খাদ্য সরবরাহ দপ্তর। আর তার মাঝেই একটি রেশন দোকানের বিরুদ্ধে মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের অভিযোগে উত্তাল হল এলাকা। জানা গিয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহ আগে বিষ্ণুপুরের হাজরা পাড়া এলাকার রেশন ডিলার অচিন্ত দত্তর মৃত্যু হয়। তারপর দোকানটি কার্যত চালিয়ে আসছেন প্রয়াত ডিলারের ছেলে। সেই দোকান থেকেই নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগ উঠে আসছিল। ক্ষোভ বাড়ছিল এলাকার গ্রাহকদের মধ্যেও।

সম্প্রতি গ্রাহকদের একাংশের দাবি, তাঁরা দেখেন ওই রেশন দোকান থেকে যে আটা গ্রাহকদের দেওয়া হয়েছে তার মেয়াদ একমাস আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আটার প্যাকেটে লেখা রয়েছে উৎপাদনের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে তা ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু গত সপ্তাহেও যে আটা রেশন দোকান থেকে দেওয়া হয়েছে, তার একটা বড় অংশই উৎপাদন করা হয়েছে ৬০ দিন আগে। বিষয়টি স্থানীয় রেশন ডিলারের নজরে আনেন গ্রাহকরা। অভিযোগ, গ্রাহকরা বিষয়টি রেশন ডিলারের নজরে আনলে অভিযুক্ত রেশন ডিলার গ্রাহকদের আশ্বাস দেন মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও ওই আটা খেয়ে কোনও সমস্যা হবে না।

এরপরই গ্রাহকদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে ওই রেশন দোকানে। রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এদিন সকাল থেকে প্রবল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রাহকরা। অভিযুক্ত রেশন ডিলার মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তাঁর দাবি, ভিড়ের কারণে তিনি মেয়াদের সময়কাল না দেখেই খাদ্য দপ্তরের সরবরাহ করা ওই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছেন।

পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুরে পারুলডাঙা নসরতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রীর নাম সাদিয়া ফারহানা। বাড়ি ঘোলায়। সে সমুদ্রগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। পারুলডাঙা নসরতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে তার উচ্চ মাধ্যমিকের সিট পড়েছে এবার।

উল্লেখ্য, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে সারা রাজ্যজুড়ে এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সোমবার ছিল ইংরেজি পরীক্ষা। অন্যান্য সব ছাত্রছাত্রীর মতোই সাধিয়াও তার বাড়ির লোকের সঙ্গে ইংরেজি পরীক্ষা দিতে আসে। পরীক্ষার শুরুর থেকেই সে অসুস্থ বোধ করতে থাকে। তবুও সে পরীক্ষা দিতে থাকে। কিন্তু ক্রমশই তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। এক পর্যায়ে সে পরীক্ষার হলেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন বিদ্যালয়ে চিকিৎসক এনে তার চিকিৎসা করানো হয়। চিকিৎসক তার চিকিৎসা করে দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেই মোতাবেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাকে চাঁদপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে সকল শিক্ষকেরাই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পুরো বিষয়টি দেখেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই পরীক্ষার্থীকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন। তবে এদিন অর্ধেক পরীক্ষা দিয়েই ওই পরীক্ষার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় বলে জানা গিয়েছে।

স্ত্রীকে খুন, বাড়িতে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগে দোষীকে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিজের স্ত্রীকে খুন করে বাড়ির মধ্যে পুঁতে দেওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগে একমাত্র দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বাঁকুড়া জেলা দায়রা আদালত।

নিজের স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে বাড়িতে পুঁতে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে মৃতার স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বাঁকুড়া জেলা দায়রা আদালত। ২০১৫ সালের অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর এই খুনের ঘটনায় মৃতার স্বামী মুলুকচাঁদ সেনকে গত শনিবার দোষী সাব্যস্ত করে জেলা দায়রা আদালত। এরপর সোমবারই মুলুকচাঁদ সেনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। এই রায়ের বিরুদ্ধে আগামী দিনে উচ্চ আদালতে আবেদন জানানোর কথা জানিয়েছেন অভিযুক্ত মুলুকচাঁদ সেন।

২০১৫ সালে এক গৃহবধূ হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বাঁকুড়া ও পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড় এলাকায়। জানা যায়, বাঁকুড়ার আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা পূজা বাউরির সঙ্গে ২০১৫ সালে বিয়ে হয় পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড় এলাকার বেলনা গ্রামের বাসিন্দা মুলুকচাঁদ সেনের। বিয়ের পর থেকেই ওই গৃহবধূর ওপর নির্যাতন শুরু হয় বলে অভিযোগ। ২০১৫ সালের ৭ এপ্রিল হঠাৎই শ্বশুরবাড়ি থেকে ওই গৃহবধূ নিখোঁজ হয়ে যান।

স্বামী মুলুকচাঁদ দাবি করেন, বাপের বাড়ি যাওয়ার নাম করে পূজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেননি। সন্দেহ হওয়ায় পূজার বাপের বাড়ির লোকজন ওই বছরেরই ১৪ এপ্রিল বাঁকুড়া মহিলা থানায় স্বামী মুলুকচাঁদ সেন, শ্বশুর পীরু সেন ও শাশুড়ি শ্যামলী সেনের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা দায়ের করে। অভিযুক্ত স্বামী গা ঢাকা দেওয়ায় প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয় শ্বশুর ও শাশুড়িকে। পরে ২০১৭ সালের ২৭ অগস্ট অভিযুক্ত স্বামী মুলুকচাঁদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে মুলুকচাঁদ স্বীকার করেন, স্ত্রীকে খুন করে পুঁতে দেওয়ার কথা। এরপর গত ৭ সেপ্টেম্বর বেলনা গ্রামে মদন সর্দার নামের স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়ি ভেঙে আশিটি হাড় ও একটি মাথার খুলি উদ্ধার করে পুলিশ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE INVITING TENDER
On Line
Prodhan, Duttapukur-I Gram Panchayat under Barasat-I Development Block, North 24 Parganas, invites Tender against **NIT No. DTK-I G.P/24 (2nd Call)/NIT/5th SFC FUND (UNTIED)/'23-'24 (2 Nos.)**. Date of Publishing : **19.02.2024**. Start Date of Downloading Documents : **19.02.2024**. Last Date of Submission of Bid : **29.02.2024**. Details can be viewed in **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Duttapukur-I Gram Panchayat

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of 1 No. development work(s) vide **NIT No.: 94/KGP/2024 (Sl.- 01), Fund: SFC-TIED, Date: 19.02.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **19.02.2024 at 06:55 PM.** Bid Submission Close Date (Online): **26.02.2024 up to 05:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **27.02.2024 up to 01:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **29.02.2024 at 09:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-14 of 2023-24 (2nd call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Supply, Erection , fitting and Fixing of 12.05 Mtr High Mast (2 Nos.) with LEDFlood lights at Bhyabla Sir R. N.Mukherjee High School Play Ground Basirhat.
e-Tender Closing Date: **27.02.2024 at 9.00 am**. Bid Opening Date: **29.02.2024 upto 9.00 am**. For more information, visit : **www. wbtenders. gov.in** and **www.basirhatmunici pality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-20 of 2023-24 (1st call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Supply and Installation of 16 nos. Air Condition Machine (2 ton) at Rabindra Bhaban Ward no. 09 under Basirhat Municipality.
e-Tender Closing Date: 28.02.2024 at 9.00 am Bid Opening Date: 01.03.2024 upto 9.00 am For more information, visit : **www.wbtenders. gov.in** and **www.basirhatmunici pality.in**
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/447/ 23-24/2nd Call Dated 19.02.2024	Bulla Pilling at Sonapota Green view club to Diganta school in Ward No - 05 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.3,78,672.00

Bid Submission end date: 28.02.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING TENDER
Tender are invited through offline bid system under following tender no: **NGP-16/2023-24 Dated: 12-02- 2024.** The last date for dropping of sealed tender is **22-02-2024 (Thursday) upto 14:00**
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, North 24 Parganas, Kolkata - 700123
No. 34/23-24/FCXV/T Dated 19.02.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: **04.03.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
Sd/- Uttam Das, Chairman
Barrackpore Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 257 & 258 Dated. 17-02-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Bankura, and Howrah District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **17-02-2024 after 6.00 pm.** Bid submission end date- **28-02-2024 upto 3.00 pm** as per.
Date: 17.02.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
সংশোধনী-১
আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ১৬.০২.২০২৪ তারিখে বিকাল ৫.২১ মিনিটে ই-প্রকাশিত ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্কস/০৪-২০২৪-এর প্রেক্ষিতে সংশোধনী।(১) সংযুক্ত আইটেম নথিঃ নথির বিবরণ– টেন্ডার নথি; ফাইলের নামঃ টেন্ডার ডকুমেন্ট।(২) বিযুক্ত আইটেম টেন্ডার নথিঃ নথির বিবরণ– টেন্ডার নথি_২; ফাইলের নামঃ টেন্ডার ডকুমেন্ট। টেন্ডারটি অপরিবর্তিত থাকবে এবং বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে।
ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/কন
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad
NIT. No:- 16/PGP/15th FC/2023-24
Date of publishing:- 17/02/2024 from 11.00 a.m
Last Date of Application:- **26/02/2024 upto 3.00 p.m**
Date of issue of tender paper:- **27/02/2024 up to 3.00 p.m**
Last date of Submission of tender paper **: 28/02/2024 up to 3.30 p.m**
Dte of opening: 28/02/2024 at 4.00 p.m
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

NOTICE INVITING TENDER
The Prodhan Dharmapur-II G.P. has invited e-Tenders vide **NIT No.- DH-II/12/2023-24 (Fund – 5 th SFC),** Publishing Date:- 20/02/2024 & Bid submission Start Date :- **20/02/2024** for works under Dharmapur–II G.P. Last date of submission of Technical Bid & Financial Bid on **28/02/2024.** Details are available on **www.wbtenders.gov.in** or **https://etender/wb.nic.in**
Sd/-
Prodhan
Dharmapur -II G.P.,
Gaighata Dev. Block, (N) 24 Pgs.

BASUBATI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: gpbasubatisingur@yahoo.in
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 11 nos. different development works under **Fund SBM(G)** vide **NIeT No.: 27/BGP/2024, Date: 15/02/2024.** Tender have been published and for detail information visit our G.P. Office.
Sd/-
Prodhan
Basubati Gram Panchayat

Press Notice
Notice Inviting Quotations are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 10 nos. of Hapa schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **16/02/2024 to 23/02/2023. Vide NIQ- 03/NRM/PMKSY-WDC 2.0/ 01/2022-23 .**
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit Office Notice Board.
Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershe

OFFICE OF THE
RADHARGHAT-II GRAM PANCHAYAT
Vill.-Moktarpur, P.O.- Basudevkhali, Berhampore Dev. Block, Dist.- Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NO- 17/R-II GP/2023-24
Dated : **19/02/2024** is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-II G.P , Berhampore, MSD. for Civil works up to **27.02.2024. Time: 14.00 hours**
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
Radharghat-II Gram Panchayat,
Berhampore, Murshidabad.

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
e-NIT No.: UKM/35(e)/2023-24 dt 31.01.2024. ID:- 2024_MAD_658536_1
Date Corrigendum published. For Details:- **wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/037(e)/ 2023-24 dt. 19-02-2024
1. Repairing and painting of Boundary Wall at Makhla S.W.M. Project in ward no- 20. Under Uttarpara-kotrung Municipality.
Bid Submission Closing Date - 06.03.2024.
e-Tender No.: UKM/038(e)/ 2023-24 dt. 19-02-2024
1. Repairing , Renovation of Old Cemetarium(Civil) at Sibtala Burrning Ghat in Ward No -8.
Bid Submission Closing Date - 29.02.2024.
For Details:- wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এস, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। টেন্ডারটি নির্ধারিত তারিখে **বেলা ১২টায়** বন্ধ হবে। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৪৪৪৪-জিআরসি-সিই-সি-এসও-১৭-২০২৪, তারিখঃ ১৬.০২.২০২৪**। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে-র কনস্ট্রাকশন হেডকোয়ার্টার ও ফীল্ড ইউনিটগুলির জন্য জেনারেল কনসালট্যান্ট নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবের জন্য আবেদন (আরএফপি)। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৫৮.১৪ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩০,৫৬,৯০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **বন্ধের তারিখঃ** ১১.০৩.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা (প্র.ভা.স.)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1148)**

Date Corrigendum-2:
NIT No. (i)SFDC/MD/NIT-39(e)/2023-24 (2nd Call), (sl. no. 1, 2 & 3) & (ii)SFDC/MD/NIT-40(e)/2023-24 (2nd Call).
Tender Id:(I) 2024_SFDCL_643093_1, 2024_SFDCL_643093_2 & 2024_SFDCL_643093_3 and (ii)2024_SFDCL_643632_1
Date Corrigendum-1:
NIQ No. SFDC/MD/NIQ-05(e)/2023-24 (2nd Call) (Sl no. 1 & 2)
Tender Id: 2024_SFDCL_657641_1 & 2024_SFDCL_657641_2
Schedule of Dates for Date Corrigendum 2 & 1
Bid Submission End Date - 27/02/2024 at 4.00 p.m.
Date of opening Technical Bid - 29/02/2024 at 4.00 p.m.
Note:-Details of information are available in the website
https://wbtenders.gov.in.

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. –
WBMAD/UM/622/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/623/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/624/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/625/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/626/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/627/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/628/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/629/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/630/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/631/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/632/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/633/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/634/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/635/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/636/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/637/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/638/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/639/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/640/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/641/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/642/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/643/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/644/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/645/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/646/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/647/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/648/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/649/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/650/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/651/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/652/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/653/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
WBMAD/UM/654/e-Tender/2023-24 Dated : 19.02.2024,
(Installation of mid Mast Light under MPLADS of FY 23-24 in different ward under Uluberia Municipality under 176 Purba AC.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

রাঁচিতে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে বুমরাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সর্বশেষ টেস্টেই যশপ্রীত বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত সে ম্যাচ খেললেও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্টে ভারতীয় পেসারকে বিশ্রাম দেওয়ার সংবাদ এল আবার। রাঁচিতে ২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া টেস্টে বুমরা থাকবেন না বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ।

হায়দরাবাদে হারের পর বিশাখাপট্টনম ও রাজকোটে জিতে ৫ ম্যাচ সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে ভারত। সর্বশেষ রাজকোটে ইংল্যান্ডকে রেকর্ড ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। বিশাখাপট্টনমে ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হওয়া বুমরা এখন পর্যন্ত এ সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। ১৩.৬৪ গড়ে তিনি নিয়েছেন ১৭টি উইকেট।

তবে লম্বা চোট কাটিয়ে ফেরা বুমরার বাড়তি পরিশ্রমের কথা ভেবে তাঁকে বিশ্রাম দিতে চায় ভারতীয় দল। ৩টি ম্যাচে সব মিলিয়ে ৮০.৫ ওভার বোলিং করেছেন তিনি। তিন সংস্করণেই ভারতের প্রধান পেসার এখন বুমরাই।

বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়ার ব্যাপারে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি বিসিসিআই। তবে ক্রিকবাজ বলছে, একমাত্র বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়ার ব্যাপারেই আলোচনা হয়েছে। রাজকোটে ম্যাচের মাঝপথে মায়ের অসুস্থতার কারণে চেন্নাই উড়ে গিয়েছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, চতুর্থ দিন ফিরে এসে বোলিংও করেন।

ভারত দলের রাজকোট ছেড়ে যাওয়ার কথা আছে আগামীকাল, ২০ ফেব্রুয়ারি। তবে দলের সঙ্গে বুমরা যাবেন না বলে জানিয়েছে ক্রিকবাজ। বরং রাজকোট থেকে সড়কপথে আহমেদাবাদে নিজ শহরে যেতে পারেন ৩০ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার। ধর্মশালায় সিরিজের পঞ্চম টেস্টে তিনি দলে ফিরবেন কি না, সেটিও নির্ভর করতে পারে চতুর্থ ম্যাচের ফলের ওপর। রাঁচিতে জিতলে সিরিজ নিশ্চিত করবে ভারত। সে ক্ষেত্রে বুমরা শেষ টেস্টেও না-ও খেলতে পারেন।

এর আগে বিশাখাপট্টনমে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল মোহাম্মদ সিরাজকে। রাঁচিতে বুমরার জায়গায় কাউকে দলে ডাকার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলতে দল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল মুকেশ কুমারকে, রাঁচিতে তিনি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

চোটের কারণে রাজকোটে খেলতে পারেননি লোকেশ রাহুল। সিরিজ থেকে চোটের কারণে ছিটকে গেছেন শ্রেয়াস আইয়ার। ব্যক্তিগত কারণে খেলছেন না সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলিও।

ভারতকে ৩-২ ব্যবধানে হারানোর আশা স্টোকসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে গত বছর অ্যাশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পরই কথাটা তিনি বলেছিলেন, 'ইংল্যান্ড ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে।'

ম্যানচেস্টারে সিরিজের চতুর্থ টেস্টে বৃষ্টি বাগড়া না দিলে হয়তো বেন স্টোকসের কথার সঙ্গে তাঁর দলের কাজের মিল হয়েই যেত। ইংল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকা সেই টেস্ট ড্র হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সিরিজ শেষ হয় ২-২ সমতায়। এবার ভারত সফরে পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজে পিছিয়ে পড়েও একই আশার কথা শোনালেন স্টোকস।

রাজকোটে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ভারতের দেওয়া ৫৫৭ রান তাড়া করতে নেমে কাল মুখ থুবড়ে পড়েছে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ১২২ রানে অলআউট হয়ে ম্যাচ হেরেছে ৪৩৪ রানে, যা গত ৯০ বছরের মধ্যে টেস্টে রানের হিসাবে তাদের সবচেয়ে বড় হার।

হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট জিতে এগিয়ে যাওয়া ইংল্যান্ড বিশাখাপট্টনমে দ্বিতীয় ও কাল রাজকোটে তৃতীয় টেস্ট হেরে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছে। রাঁচি ও ধর্মশালায় শেষ দুই টেস্টে হার এড়ালেই সিরিজ নিজেদের করে নেবে ভারত।

তবে স্টোকসের বিশ্বাস, তাঁর দলের ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য আছে। ম্যাচ,পরবর্তী পুরস্কার বিতরণীতে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'আমরা জানি আপনি যেভাবে চান, সবকিছু সব সময় সেভাবে হয় না। আমরা সিরিজে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছি। এখনো দুই ম্যাচ বাকি। তাই ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতে ট্রফি নিয়ে ঘরে ফেরার দারুণ সুযোগ আছে।'

টানা দুই ম্যাচ হারলেও বাজবল ক্রিকেট সঠিক পথেই আছে বলে মনে করেন স্টোকস, 'এটা নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং সামনে যা আসছে, সেটার দিকে মনোযোগ দিচ্ছি। কারণ, মনস্তাত্ত্বিকভাবে ম্যাচ জেতাও যায় আবার হারাও যায়। এ সপ্তাহে আমাদের সঙ্গে যা ঘটে গেল, সেই আবেগ ও হতাশা থেকে বের হব এবং পরবর্তী সপ্তাহ (ম্যাচ) নিয়ে ভাবব।' প্রথম ইনিংসে ভারত ৪৪৫ রান করার পরও তাদের বেশ চাপে রেখেছিল ইংল্যান্ড। বেন ডাকেটের দুর্দান্ত শতকে একপর্যায়ে ২ উইকেটে ২২৪ রান তুলে ফেলেছিল সফরকারীরা। কিন্তু জো রুট যশপ্রীত বুমরার বলে রিভার্স স্কুপ করতে গিয়ে স্লিপে ধরা পড়েন। স্টোকস নিজেও রবীন্দ্র জাদেজার বলে ছক্কা মারতে গিয়ে বাউন্ডারির কাছে ক্যাচ দেন। এরপরই তাদের ব্যাটিং লাইনআপ হুড়মুড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে আর ম্যাচে ফেরা হয়নি।

দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ দুই ব্যাটসম্যানের অসময়ে আউট হওয়া নিয়ে সমালোচনা করেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুক, যাঁর নেতৃত্বে ভারতের মাটিতে দলটি শেষবার টেস্ট সিরিজ জিতেছিল।

তবে ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ নিয়ে সমালোচনায় ঠিক কান দিচ্ছেন না স্টোকস, 'যেকোনো বিষয় নিয়ে কারও ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা মতামত থাকতে পারে। তবে আমি আবারও বলছি, যারা ড্রেসিংরুমে আছেন, তাদের মতামত আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

রাঁচিতে শুক্রবার শুরু হবে ভারত,ইংল্যান্ড চতুর্থ টেস্ট।

৮ বছর পরও নিউজিল্যান্ডে নতুন কিছু আশা করছেন না ওয়ার্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি: তাসমানপারের প্রতিবেশীদের সঙ্গে ডেভিড ওয়ার্নারের শেষ সিরিজ এটি। ২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাওয়া সেই টি-টোয়েন্টি সিরিজে অবশ্য নিউজিল্যান্ড,সমর্থকদের কাছ থেকে খুব একটা 'উষ্ণ অভ্যর্থনা' আশা করছেন না এ বাঁহাতি ওপেনার। আট বছর আগের স্মৃতির দিকে ফিরে তাকিয়ে ওয়ার্নার বলছেন, নিউজিল্যান্ড দর্শকদের আচরণ এবারও কঠিনই হবে।

২০১৬ সালে নিউজিল্যান্ড সফরে অকল্যান্ড, হ্যামিল্টন, ওয়েলিংটন;প্রতিটি ভেন্যুতে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা কটূক্তির শিকার ছিলেন বলে জানিয়েছিলেন ওয়ার্নার। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ও তাঁদের পরিবারকে নিয়ে করা সেসব মন্তব্যকে 'অবমাননাকর ও কুৎসিত' বলেছিলেন তিনি। ওয়ার্নার বলেছিলেন, 'আমার দুই মেয়ে যদি থাকত, তাহলে আমি চাইতাম না তারা এসব শুনুক।'

অস্ট্রেলিয়ার শেষ মৌসুমে টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নেওয়া ওয়ার্নার এবারও খুব একটা ব্যতিক্রমী কিছু আশা করছেন না। সিরিজ শুরুর আগে তিনি বলছেন, 'নির্মম সত্যটা হচ্ছে, আমরা প্রতিবেশী এবং একে অন্যকে যেকোনো খেলায় হারাতে পছন্দ করি। সেদিক থেকে দেখলে আমরা জানি, দর্শক আমাদের দিকে তেড়ে আসতে চাইবে।' তবে সেসব পাত্তা দিতে চান না আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে অবসরে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া ওয়ার্নার, 'হ্যাঁ, দর্শক ব্যক্তিগত আক্রমণ করে। যদি তারা তেমনই করে, তাহলে সেটি তাদের ব্যাপার। আমি আমার কাজ করে যাব। কিছু যদি কানেও আসে, তাহলে সব সময় যেমন বলি, তএক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দেওয়া দ আমি এখানে খেলা উপভোগ করি।'

২১ ফেব্রুয়ারি ওয়েলিংটনে সিরিজের প্রথম ম্যাচ, পরের দুটি ম্যাচ ২৩ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি অকল্যান্ডে। ওয়ার্নারের মতে, কে কী বলল, সেসব না ভেবে তাদের কাজ শুধু খেলে যাওয়া, 'এটি আসলে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। যদি আপনি টাকা খরচ করে এসে লোককে কটূক্তি করতে চান, তাহলে আপনার আসলে ফিরে গিয়ে ঘরে শুয়ে থাকা উচিত। আমরা যে খেলাটি ভালোবাসি, সেটি খেলতেই এসেছি, যাতে লোকে আকৃষ্ট হয়।'

তিনটি টি-টোয়েন্টির পর এ সফরে দুটি টেস্টও খেলবে অস্ট্রেলিয়া। স্বাভাবিকভাবেই টেস্ট সিরিজ নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা নয় ওয়ার্নারের। তবে দীর্ঘ সংস্করণের আগে সিরিজটা জিততে চান আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৩০৬৭ রানের মালিক, 'দারুণ হবে (সিরিজ জেতা)। শুধু টি-টোয়েন্টির কথা ভাবলে নয়, টেস্ট সিরিজ জেতাটাও দারুণ হবে।'

২৯ ফেব্রুয়ারি ওয়েলিংটনে শুরু হবে প্রথম টেস্ট, ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু আগামী ৮ মার্চ। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সর্বশেষ চারটি টেস্ট সিরিজই জিতেছে অস্ট্রেলিয়া।

রিয়ালে কত নম্বর জার্সি পরবেন এমবাপ্পে

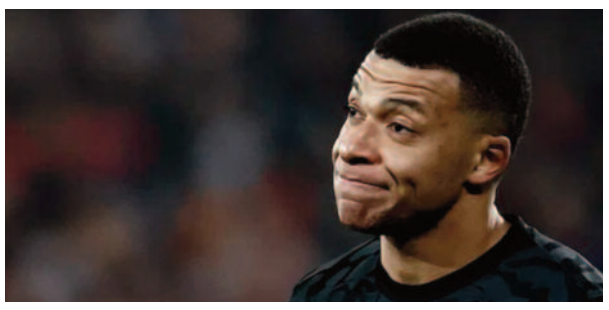

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যখন ২০০৩ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে নাম লেখান, তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। সেই সময় ইউনাইটেড কোচ স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন তরুণ রোনালদোর পিঠে চাপিয়ে দিয়েছিলেন ক্লাবটির সবচেয়ে 'ভারি' ৭ নম্বর জার্সিটি, যেটি তাঁর আগে পরেছিলেন জর্জ বেস্ট-এরিক ক্যান্টোনার মতো ক্লাব কিংবদন্তিরা।

২০০৯ সালে রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখান রোনালদো। এর আগে ইউনাইটেডে যে ৬ বছর কাটিয়েছেন, তার মধ্যে ৭ নম্বর জার্সিটাকে যেন আরও আইকনিক বানিয়ে ফেলেছেন। রিয়ালেও তিনি এই জার্সিটাই পরেছেন এবং পরে ইতালির জুভেন্টাস আর সৌদি আরবের আল নাসরেও তা,ই। ৭ নম্বর জার্সিটা যেন নিজের নামের সমার্থক বানিয়ে ফেলেছেন রোনালদো। তাঁর অনেক পরিচয়ের একটি হয়ে ওঠে 'সিআর সেভেন'।

রিয়ালে এমবাপ্পে কত নম্বর জার্সি পাবেন;এটা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রোনালদোকে টেনে আনা কেন? কারণ, এমবাপ্পেও যে ৭ নম্বর জার্সির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একজন। ২০১৮ সালে পিএসজিতে নাম লেখানোর পর থেকে যে ৭ নম্বর জার্সিটা গায়ে তুলেছেন, এখন পর্যন্ত এটাই পরছেন।

কিন্তু রিয়ালে এই জার্সিটা এমবাপ্পে পাবেন কি না নিশ্চিত নয়। সেখানে ৭ নম্বর জার্সিটি পরছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। আর রোনালদোর রেখে যাওয়া ৭ নম্বর জার্সিটার মান ভালোভাবেই রেখেছে চলেছেন রিয়ালের অন্যতম সেরা তারকা।

তাহলে রিয়ালে ২৫ বছর বয়সী এমবাপ্পে কত নম্বর জার্সি পরবেন? স্পেনের সংবাদমাধ্যমের খবর, রিয়ালে এমবাপ্পে পেতে যাচ্ছেন ১০ নম্বর জার্সি, যে জার্সি রিয়ালে এর আগে পরেছেন তাঁরই স্বদেশি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদান। তারও আগে রিয়ালের ১০ নম্বর জার্সি উঠেছিল আরেক কিংবদন্তি হাঙ্গেরির ফেরেঙ্ক পুসকাসের গায়ে। আর এখন রিয়ালে ১০ নম্বর জার্সি পরেন ক্রোয়াট তারকা লুকা মদরিচ।

৭ নম্বর জার্সি না পাওয়া নিয়ে এমবাপ্পের অবশ্য কোনো অভিযোগ থাকার কথা নয়। জিদানের এই উত্তরসূরি যে ফ্রান্স দলে ১০ নম্বর জার্সিটাই পরেন।

আলভেজের আত্মহত্যা ঠেকাতে 'অ্যান্টি সুইসাইড প্রটোকল' জেল কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্সেলোনার ব্রায়ানস টু জেলখানায় বসে এখন ধর্ষণ মামলার রায়ের প্রহর গুনছেন দানি আলভেজ। মানসিকভাবে মোটেও ভালো নেই ব্রাজিলের সাবেক এই রাইটব্যাক। ভেতরে ভেতরে নাকি ভেঙে পড়েছেন।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম টিভি চ্যানেল 'টেলেসিনকো'র অনুষ্ঠান 'ফিয়েস্তা'কে এ কথা জানিয়েছেন কারাগারে আলভেজের সঙ্গেই সাজা খাটতে থাকা আরেক কয়েদি। একই কক্ষে থাকেন দুজন (সেলমেট)। সেই কয়েদি জানিয়েছেন, আলভেজ আত্মহত্যা করতে পারেন, এই শঙ্কা থেকে তাঁর জন্য 'অ্যান্টি সুইসাইড প্রটোকল' চালু করেছে জেল কর্তৃপক্ষ।

ধর্ষণের অভিযোগে বার্সেলোনায় আলভেজের তিন দিনের বিচারকাজ শেষ হয় ৭ ফেব্রুয়ারি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভো জানিয়েছে, সবকিছু তাঁর পক্ষে থাকলে রায়টা বিচারকাজ শেষ হওয়ার পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে পেয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সময়টা এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে। সেই কয়েদিও জানিয়েছেন বিচারকাজে শুনানির পর থেকে ৪০ বছর বয়সী আলভেজ ভালো নেই।

আলভেজের সঙ্গে বসবাস করা কুতিনিও নামের সেই কয়েদি 'ফিয়েস্তা' অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'বিচারকাজ শেষ হওয়ার পর পরিস্থিতি বিপক্ষে চলে যাওয়ায় সে (আলভেজ) ভেঙে পড়েছে। ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। অফিশিয়াল ও এডুকেটরসরা তাকে সাহস দিচ্ছে।' অ্যান্টি সুইসাইড প্রটোকল চালুর বিষয়ে কুতিনিও বলেছেন, 'সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে কিংবা এমন পাগলাটে কিছু করতে পারে;এমন ভীতি থেকে বিচারকার্য শেষ হওয়ার পরদিনই এই প্রটোকল চালু করা হয়।'

এই মামলার বাদী ভুক্তভোগী তরুণীর অভিযোগ, ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর বার্সেলোনার সাটন নামের একটি পানশালার ভিআইপি সেকশনের বাথরুমে আলভেজ তাঁকে ধর্ষণ করেন। এই অভিযোগেই তিন সপ্তাহ পর আলভেজকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর থেকেই স্পেনে কারাবন্দী জীবন কাটছে তাঁর।

মুন্দো দেপোর্তিভো জানিয়েছে, দোষী সাব্যস্ত হলে আলভেজের সর্বোচ্চ ১২ বছরের জেল হতে পারে। বাদীপক্ষের আইনজীবী দলের প্রধান এস্তের গার্সিয়াও শাস্তি হিসেবে আলভেজের ১২ বছরের কারাদণ্ড চেয়েছেন। অন্যদিকে আলভেজের আইনজীবী ইনেস গার্দিওলা মনে করেন, সর্বোচ্চ ৪ বছর কারাদণ্ডই হবে যথেষ্ট শাস্তি। এর পাশাপাশি বাদীকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

পেশাদার ফুটবলে ৪৩ শিরোপাজয়ী আলভেজ ব্রাজিলের জার্সিতে ১২৬ ম্যাচে ৮ গোল করেছেন। দুবার করে জিতেছেন কোপা আমেরিকা ও ফিফা কনফেডারেশনস কাপ। সেভিয়া, জুভেন্টাস, পিএসজি মাতানো এই কিংবদন্তির ক্যারিয়ারে সেরা সময় কেটেছে বার্সেলোনায়। দুই মেয়াদে মোট ৯ মৌসুমে তিনবার চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ৬ বার লা লিগা জিতেছেন। লিওনেল মেসি, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, জাভি হার্নান্দেজদের সঙ্গে পেপ গার্দিওলার 'ড্রিম টিম',এর অন্যতম তারকা হয়ে উঠেছিলেন আলভেজ।

অ্যান্ডারসন-ডাকেটের কথা শুনে হাসি পায় ভনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ড দলের পক্ষ থেকে বলা কথাবার্তা শুনলে তাঁর হাসি পায়, এমনটাই বলেছেন সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন। ভারতের বিপক্ষে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা বেন স্টোকসের দল ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বলেও মনে করেন না তিনি। ইংল্যান্ডের আরেক সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেইন বলেছেন, নিজেদের কৌশলে পরিবর্তন না আনলে কাজটি আরও কঠিন হয়ে পড়বে ইংল্যান্ডের।

বিশাখাপট্টনমে ভারতের দেওয়া ৩৯৯ রানের লক্ষ্য ৬০-৭০ ওভারের মধ্যে তাড়া করতে চাইবে ইংল্যান্ড, এমন বলেছিলেন জেমস অ্যান্ডারসন। কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম দলকে বলেছিলেন, ভারত ৬০০ রানের লক্ষ্য দিলেও তাড়া করার চেষ্টা করবেন। আবার বেন ডাকেট রাজকোটে যশস্বী জয়সোয়ালের ব্যাটিং দেখে বলেছিলেন, তাঁদের দেখে অন্যরাও এভাবে খেলার চেষ্টা করছে;এর কৃতিত্ব একটু হলেও দিতে হবে ইংল্যান্ডকে।

কিন্তু ভন বলছেন, ইংল্যান্ডের সব কথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের এক ভিডিও অনুষ্ঠানে দীনেশ কার্তিকের সঙ্গে কথা বলার সময় ভন বলেন, 'তারা হয়তো ভাবে, তারা এসব বিশ্বাস করে, কিন্তু এগুলোর কোনোটি বিশ্বাস করা কঠিন। অ্যান্ডারসন যা বলছে, ম্যাককালাম যা বলছে;তারা জানে, এগুলো সম্ভব নয়। ক্রিকেট ইতিহাসে এমন হয়নি (ডাকেট যা বলছে), ইতিহাসে এমন আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান আগেও ছিল;(বীরেন্দর) শেবাগ, (অ্যাডাম) গিলক্রিস্ট, (ভিভ) রিচার্ডস, ইউনিভার্স বস (ক্রিস গেইল);যারা বড় ছক্কা মেরেছে।'

ইংল্যান্ডের খেলার ধরন নিয়ে ভন বলেছেন, 'তুমি, আমি; সংবাদমাধ্যমে আমরা এটিকে বাজবল বলি। আমার মনে হয় না তারা এটি বলা শুরু করেছে। তারা বাজবল বলে না। তবে তাদের কোনো কোনো সাক্ষাৎকার শুনে আমার হাসি পায়। কারণ, এগুলোর বেশির ভাগেরই কোনো মানে হয় না।'

ইংল্যান্ডের এই দল শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু জিতবে না, নিজের এমন আশঙ্কার কথা ভন বলেছিলেন আগেই। সেটি বলেছেন আবার। এ সিরিজেও ইংল্যান্ডের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা দেখেন না তিনি, 'তারা মনে করে, পরের দুটি ম্যাচ জিতে সিরিজ জিততে পারবে, আমি মনে করি না সেটি। আমাকে ভুল প্রমাণ করুক। তারা বড় কোনো সিরিজ জেতেনি। এটা রোমাঞ্চকর। কিন্তু তারা ভুল থেকে শেখেনি। (সিরিজ জয়) অনেক দূরের ব্যাপার। আমি কখনো দেখিনি, ভারতের কোনো দল দেশের মাটিতে সিরিজ গড়ানোর সঙ্গে খারাপ হয়, বরং আরও উন্নতি করে।'

রাজকোটে ইংল্যান্ডের বড় ব্যবধানে হারের পর স্বাভাবিকভাবেই দলটির খেলার ধরন নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে অনেক। বিশেষ করে প্রথম ইনিংসে যশপ্রীত বুমরাকে রিভার্স স্কুপ করতে গিয়ে জো রুটের আউট হওয়া নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যমে ইংলিশদের ইতিহাসের 'সবচেয়ে বাজে শট' আখ্যাও দেওয়া হয়েছে সেটিকে। সাবেক অধিনায়ক হুসেইন অবশ্য রুটের ওই শটে কোনো সমস্যা দেখেন না।

তবে ডেইলি মেইলে লেখা এক কলামে তিনি বলেছেন, 'কিন্তু যখন রবিচন্দ্রন অশ্বিন নেই, যখন রবীন্দ্র জাদেজাকে তার অধিনায়ক ধীরেসুস্থে আনছে, যখন রুটের সাম্প্রতিক সময়ের অনেমেসিসদ যশপ্রীত বুমরা টানা তিনটি টেস্ট খেলছে, বিশ্রামের আলোচনার মধ্যে। তখন আমি (ওই শট) খেলার সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলব।'

ইংল্যান্ড ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে সুযোগ নিতে পারেনি বলেও মত নাসের হুসেইনের, 'যখন প্রতিপক্ষের একজন বোলার কম, স্কোরের সুযোগ বুঝতে হবে, এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। যদি ইংল্যান্ড একটু এদিক-ওদিক করার ব্যাপারটি বিবেচনায় না নেয়, তাহলে বাজবল একটা ধর্ম হয়ে উঠবে;যার বিপক্ষে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। আমি তাদের মন্ত্র বদলাতে বলছি না। শুধু কয়েকটি ম্যাচ পর্যবেক্ষণ করে নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে বলছি; আমরা কীভাবে উন্নতি করতে পারি?'

হলান্ডকে টপকে গেলেন কেইন, বায়ার্ন নামল আরও নিচে

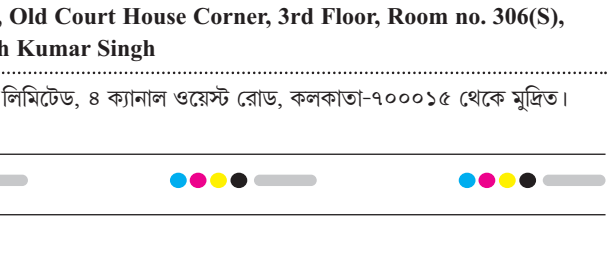

নিজস্ব প্রতিনিধি: জার্মান চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখের দুর্দশা চলছেই। এবার লিগে নিচের দিকে থাকা দল বোখুমের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছে টমাস টুখেলের দল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি বায়ার্নের টানা তৃতীয় হার। এই হারে বুন্দেসলিগার শিরোপা-দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। শীর্ষে থাকা লেভারকুসেনের সঙ্গে এখন তাদের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ৮ পয়েন্টে।

পয়েন্ট তালিকায় বায়ার্নের আরও নিচে নেমে যাওয়ার ম্যাচে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ওপরে উঠেছেন হ্যারি কেইন। বুন্দেসলিগায় নিজের ২২তম ম্যাচ খেলতে নেমে ২৫তম গোল করেছেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড। জার্মান ফুটবলের শীর্ষ স্তরের ইতিহাসে এটিই দ্রুততম সময়ে ২৫ গোলের ঘটনা। এর আগে ২৫ ম্যাচে ২৫ গোল করেছিলেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে খেলা আর্লিং হলান্ড, যিনি এখন প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলেন।

লিগে লেভারকুসেন ও চ্যাম্পিয়নস লিগে লাৎসিওর কাছে হারের পর কাল বোখুমের বিপক্ষে জয়ের প্রত্যাশায় ছিলেন বায়ার্ন-সমর্থকেরা। ২১ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে বোখুম ছিল ১৮ দলের মধ্যে ১৫ নম্বরে। কিন্তু ধুঁকতে থাকা বায়ার্ন নড়বড়ে সেই দলকেও হারাতে পারেনি।

১৪ মিনিটে জামাল মুসিয়ালার গোলে বায়ার্ন এগিয়ে গেলেও বোখুম ৩৮, ৪৪ ও ৭৮ মিনিটে টানা ৩ গোল করে ব্যবধান বাড়ায়। পরে ম্যাচের ৮৭ মিনিটে কেইন গোল করে ব্যবধান কমান। এর মধ্যে ৭৬ মিনিটে দায়ত উপামেকানো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয় বায়ার্ন। বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে লাৎসিওর বিপক্ষে ম্যাচেও লাল কার্ড দেখেছিলেন উপামেকানো।

লিগে টানা দুই ম্যাচ হেরে ২২ ম্যাচ শেষেও বায়ার্নের পয়েন্ট ৫০, সমান ম্যাচে লেভারকুসেনের ৫৮। ৩৪ ম্যাচের লিগে বায়ার্নের ট্রফির সম্ভাবনা যে প্রায় শেষ, সেটা ম্যাচ শেষে স্বীকারও করেন বায়ার্ন কোচ টুখেল, 'এই মুহূর্তে (শিরোপা) খুব একটা বাস্তবসম্মত মনে হচ্ছে না। তবে গত মৌসুমে শেষ দিন পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস রেখেছিলাম। সেটার পুরস্কারও পেয়েছি। এবারও নিজেদের কাজটা করে যাব।' টানা তৃতীয় হার আগের ম্যাচগুলোর চাপের কারণে কি না, এমন প্রশ্নে টুখেলের জবাব, 'প্রতিটি হারেরই একটা চাপ থাকে।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**